সর্বভারতীয় চারুকলা মন্দির

(অল-ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাসোসিয়েশন)

– পাঠ্যক্রম –

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত

(Indian Classical Music)

www.CharukalaMandir.org

শাস্ত্রীয় কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতের

পাঠ্যসূচী

(যন্ত্রঃ সরোদ, সেতার, বেহালা, এস্রাজ, সুরবাহার, ম্যান্ডোলীন, তারসানাই, গীটার, বাঁশী, সানাই, সন্তুর ইত্যাদি)।

প্রাথমিক হইতে চতুর্থ বর্ষ পর্য্যন্ত সকল বিষয়ের ব্যবহারিক - ১০০ ও শাস্ত্র (একটি প্রশ্নপত্র) — ১০০ নম্বরের হইবে। সকল পরীক্ষায় পূর্ববর্তী বর্ষের বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইবে। ৫ম হইতে ৭ম বর্ষের ২০০ নম্বরের (২টি প্রশ্নপত্র) শাস্ত্র ও ব্যবহারিক ২০০ নম্বরের হইবে। কেবলমাত্র ৫ম বর্ষের ভাবসংগীত, লোকসংগীত, ভরতনাট্যম, লোকনৃত্য, ওড়িশী, রবীন্দ্রনৃত্য ও নজরুলগীতি পরীক্ষায় শাস্ত্রের একটি প্রশ্নপত্র হইবে।

প্রাথমিক বর্ষ

(এই বর্ষের শাস্ত্র পরীক্ষা মৌখিক হইবে)

ব্যবহারিক

২টি ভিন্ন প্রকারের অলংকার। বিলাবিল ও ইমন রাগের লক্ষণগীত বা 'সরগম' গীত (স্বরমালিকা) রজাখানি গৎ। তাল ঃ ত্রিতাল ও দাদরা। ঠেকা দুটি হাতের সাহায্যে প্রদর্শন।

শাস্ত্র

সংগীত, স্বরমালিকা ও লক্ষণগীত বা রজাখানি গৎ, ঠেকা, তালি, অলংকার, মাত্রা, সম, বাদী, আরোহণ, অবরোহণ, এবং উপরোক্ত দুটি রাগের পরিচিত।

www.CharukalaMandir.org

প্রথম বর্ষ

ব্যবহারিক

ইমন, বেহাগ, খাম্বাজ, কাফি, ভৈরব, ভৈরবী ও ভূপালী রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানি গৎ। ভৈরবী ও কাফি রাগে ২টি করে ভিন্ন প্রকারের অলংকার। তাল ঃ ত্রিতাল, একতাল, ঝাঁপতাল। তালগুলির ঠেকা ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে হাতের সাহায্যে প্রদর্শন। ১২টি শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের জ্ঞান।

শাস্ত্র

নাদ, শ্রুতি, বর্জ, রাগ, মীর, সপ্তক, বর্ণের প্রকার, বিবাদী, অনুবাদী, আলাপ, তান, লয়, তাল, বিভাগ, আবর্তন। রাগের জাতির বর্ণনা রাগ ও ঠাঠের পার্থক্য, পকড়। প্রতিটি রাগ ও তালগুলির পরিচিত। ভাতখন্ডের স্বর-তালগুলির সম্পূর্ণ জ্ঞান।

যে কোন দু'টি রাগের তুলনা।

জীবনী ঃ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, পন্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখন্ডে ও আমীর খসরু।

যন্ত্র সঙ্গীত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে নিমোক্ত বিষয়গুলিও সংযুক্ত হইবে ঃ- তোড়া, মসিদখানি গৎ।

দ্বিতীয় বর্ষ

(জুনিয়ার ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

ভীমপলশ্রী, বাগেশ্রী, পটদীপ, আশাবরী, দুর্গা, দেশ ও বৃন্দাবনী সারং রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানি গৎ। কণ্ঠ সংগীতের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ঠায় লয়ে উপরোক্ত যে কোন একটি রাগের ধ্রুপদ। আলাপ শুনিয়া রাগ চিনিবার ক্ষমতা। হাতের ঠেকার সাহায্যে নিমোক্ত তালগুলি ঠায়, দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে প্রদর্শন ঃ তেওড়া, রূপক ও চৌতাল।

শাস্ত্র

সপ্তকের পূর্বাংগ-উত্তরাংগ। নিজ পাঠ্যক্রমের রাগ ও তালের পরিচয় এবং ঠায়, দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে তাললিপিতে লিখন। স্বর ও তাললিপি পদ্ধতির সম্পূর্ণ জ্ঞান। স্বর দেখিয়া রাগ চেনা। গীতের অবয়ব- খেয়াল, ধ্রুপদ ও ভজন, পারস্পারিক পার্থক্য ঃ শ্রুতি-স্বর, তান-আলাপ, তান-লয়, নাদ শ্রুতি।

www.CharukalaMandir.org

স্বরলিপি লিখন। নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গান। তানপুরা ও বাঁয়া তবলার বর্ণনা। বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকরের স্বর ও তাললিপির সম্পূর্ণ জ্ঞান। নাদের বিশেষত্ব, বর্ণ, স্পর্শস্বর, বক্রস্বর, গ্রহ, অংশ, ন্যাস, গমক, আশ্রয় রাগ, জন্যরাগ, শুদ্ধ ছায়ালক, সংকীর্ণ রাগ।

জীবনী ঃ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, গিরিজা শংকর চক্রবর্ত্তী, বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকর ও গোপাল চক্রবর্ত্তী।

যন্ত্রসংগীতের ক্ষেত্রে নিমোক্ত বিষয়গুলিও সংযুক্ত হইবেঃ-

সুত, খটকা, মুর্কী, ঝালা, ঘসিট, জমজমা ও বাজ এবং বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা।

তৃতীয় বর্ষ

(সিনিয়র ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

হাম্বীর, পূরবী, বাহার, জৌনপুরী, শংকরা, মুলতানী, কেদারা, মালকোষ রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানী গৎ। উপরোক্ত রাগের যে কোন একটি বিলম্বিত খেয়াল বা মসিদখানী গৎ।

উপরোক্ত রাগের যে কোন একটি ধ্রুপদ (ঠায় দ্বিগুণ লয়ে) এবং একটি ধামার (ঠায় লয়ে হাতের ঠেকার সাহায্যে) কল্যাণ ঠাটে ৪টি কঠিন অলংকার। আপাল শুনিয়া রাগ চিনিবার ক্ষমতা এবং রাগের সমতা ও বিভিন্নতা। তানপুরা মিলানের জ্ঞান।

তাল ঃ ধামার, তিলওয়াড়া ও সুরফাঁকতাল।

শাস্ত্র

গীতের স্বরলিপি লেখার অভ্যাস। ২২টি শ্রুতি স্বর বিভাজন (আধুনিক ও প্রাচীন মতে)। গায়কের দোষগুণ। রাগ রাগিনী পদ্ধতি। তান ও তাহার প্রকার। সন্ধিপ্রকাশ রাগ। গীতের অবয়ব ঃ তারনা। আবির্ভাব-তিরোভাব। অল্পত্ব বহুত্ব। রাগ ও তাল পরিচিত। ভাতখন্ডে ও পালুসকর তাল পদ্ধতির পারস্পারিক তুলনা। পরমেল-প্রবেশক রাগ, গমক ও উহার প্রকার স্বর ও সময় অনুসারে রাগের তিন বর্গ।

যন্ত্রের ক্ষেত্রে নিমোক্ত বিষয়গুলিও সংযুক্ত হইবে ঃ- তরব, জোড়, অনুলোম, বিলোম, কসবি ও অতাই।

জীবনী ঃ ফৈরাজ খাঁ, তানসেন, তারাপদ চক্রবর্তী, রামশংকর ভট্টাচার্য্য ও গণপাত রাও।

www.CharukalaMandir.org

চতুর্থ বর্ষ

ব্যবহারিক

তিলক কামোদ, রাগেশ্রী, জয়জয়ন্তী, কামোদ, সোহিনী, হিন্দোল, গৌরসারং, আড়ানা, বসন্ত ও পরজ রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখনী গৎ। উপরোক্ত রাগের যে কোন ২টি বিলম্বিত খেয়াল বা মসিদখানী গৎ। উপরোক্ত রাগের মধ্য হইতে (কেবলমাত্র কণ্ঠ সংগীতের ক্ষেত্রে) যে কোন একটি ধ্রুপদ ও ধামার (ঠায় দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে) ও একটি তারানা, মারোয়া ঠাটে ৫টি কঠিন অলংকার। রাগের সমতা-বিভিন্নতা ও অল্পত্ব প্রদর্শন।

তাল ঃ ঝুমড়া, শিখর, মত্ত, পঞ্চম সওয়ারী ও আড়াচৌতাল।

শাস্ত্র

টপ্পা, ঠুংরী, তারানা ও গীত-গজলের বিস্তৃত বিবরণ। দ্বিগুণ লয়ে স্বরলিপি ও তাললিপি লিখন। কোন গীতকে রাগবদ্ধ করিয়া স্বরলিপিতে লিখন। নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গান, রাগালাপ, রূপকালাপ, আক্ষিপ্তিকা, প্রাচীন ও আধুনিক আলাপ গায়ন পদ্ধতি, জাতি গায়ন, দেশী ও মার্গ সংগীত। বীণার তারে শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর স্থাপনা, হিন্দুস্থানী ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত পদ্ধতির স্বর ও তালের সমতা ও বিভিন্নতা। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস। উত্তর ভারতীয় পদ্ধতিতে ৩২টি ঠাটের রচনা।

জীবনী ঃ স্বামী হরিদাস, ক্ষেত্র মোহন, গোস্বামী, আবিদ হোসেন, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোকুল নাগ, করিম খাঁ, উজীর খাঁ ও শারংগদেব।

দ্রষ্টব্য

যন্ত্রসংগীতের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক-এ ধ্রুপদ, ধামার ও তারানা বর্জিত।

পঞ্চম বর্ষ

(সংগীত বিশারদ)

ব্যবহারিক

গৌড়মল্লার, মারোয়া, দরবারী কানাড়া, পুরিয়া, টোড়ী, রামকেলী, দেশকার, পুরিয়া ধানেশ্রী, শুদ্ধ কল্যাণ, দেশী ও ছায়ানট রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানী গৎ। উপরোক্ত রাগগুলি হইতে যে কোন ৩টি রাগের বিলম্বিত খেয়াল বা

www.CharukalaMandir.org

মসীদখানী গৎ ও (কণ্ঠ সংগীতের ক্ষেত্রে) ঠায় দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে উপরোক্ত রাগের একটি ধ্রুপদ ও একটি ধামার। তানপুরা মিলানর বিশেষ ক্ষমতা। যে কোন একটি ঠুংরী ও একটি চতুরাংগ ঃ খাম্বাজ, ভৈরবী ও পিলু।

শাস্ত্র

ব্যঙ্কটমুখীর মতানুযায়ী ৭২ ঠাঠের উৎপত্তি এবং একটি ঠাঠ হইতে ৪৮৪টি রাগের সৃষ্টি।

বাগ্যেয়গার, রাগালাপ, রূপকালাপ, স্বরমেল, গায়কী, নায়কী কলাবন্ত, ধ্রুপদের বাণী, গমক ও তাহার প্রকার। ঘরাণার ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য ও অবদান। তানপুরা হইতে সৃষ্ট সহায়ক নাদ, হারমনি, মেলডি, কর্ড, রাগ বর্গীকরণ পাশ্চাত্য স্বরলিপি জ্ঞান, কুরার ও বিয়ার লয়, সুত ও ছুট গান্ধর্ব গীত। সংগীত ও দর্শন।

জীবনী ঃ অহোবল, হোসেন সিরকী, রাজা মানসিংহ তোমর, শ্রীনিবাস ও বৈজু বাওরা।

ষষ্ঠ বর্ষ

ব্যবহারিক

বিলম্বিত / মসীদখানী গৎ ঃ মিয়ামল্লার, ললিত, গুণকেলী, শ্রী, ভাটিয়ার, পুরিয়া কল্যাণ, গুর্জরীটোড়ী, শ্যামকল্যাণ, শুদ্ধসারং, আহীর ভৈরব।

দ্রুত / রজাখানী গৎ ঃ সাহানা, খাম্বাবতী, মারুবেহাগ, বেহাগড়া, ভৈরব বাহার ও ইমনি বিলাবল এবং উপরোক্ত রাগ।

ধ্রুপদীয়দের জন্য ঃ উপরোক্ত বিলম্বিত রাগগুলির ধ্রুপদ ও দ্রুত রাগগুলির ধামার হইবে।

পূর্ববতী বর্ষের প্রতিটি তালের ঠেকা হাতের ইংগিতে আড়লয়ে প্রদর্শন।

শাস্ত্র

মানব জীবনে সংগীতের প্রভাব।

সংগীতের উৎপত্তি। হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতীর মুখ্য সিদ্ধান্ত। পাশ্চাত্য স্বরসপ্তক। পাশ্চাত্য সংগীতের মুখ্য তত্ব। আকার মাত্রিক ও পাশ্চাত্য সহ বিভিন্ন প্রকার স্বরলিপি পদ্ধতির তুলনাত্মক আলোচনা। সংগীতে ভাবপক্ষ ও কলাপক্ষ। সংগীতে আধ্যাত্মিক ভাব। শ্রুতিসমস্যা। কর্ণাটক স্বর, রাগ তাল ও গায়কীর বিশেষত্ব এবং হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সহিত উহার তুলনা। বহন, শ্রবন ও সয়ম্ভু স্বর। স্বর গুণান্তর। স্বর সম্বাদ। তানপুরার স্বরের সহিত

www.CharukalaMandir.org

আধুনিক স্বর স্থানের তুলনা। হিন্দুস্থানী ঠাঠ ও স্বরলিপি পদ্ধতির উন্নতির উপায়। নির্দিষ্ট কবিতাকে রাগবদ্ধ করিয়া স্বরলিপি লিখন। গাহিয়া রাগের সমতা বিভিন্নতা দেখান। নিমোক্ত গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ঃ— অহোবলের সংগীত পারিজাত, গীতগোবিন্দ, লোচনের রাগ-তরঙ্গিনী শ্রীনিবাসের রাগ-তত্ত্ব বিরোধ।

জীবনী ঃ পীরবকস্, সদারংগ, যদুভট্ট, ব্যাংকটমুখী, আলাউদ্দিন খাঁ, জিতেন সেনগুপ্ত, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পন্ডিত রতন জনকার।

যন্ত্রসংগীতের পরীক্ষায় নিমোক্ত বিষয়গুলিও সংযোজিত হইবে ঃ-

বাদ্যের বর্গীকরণ ঃ পার্শ্বতন্ত্র ও সয়ম্ভু স্বরের জ্ঞান, জমজমা ও কৃন্তন।

সপ্তম বর্ষ

(সংগীত আচার্য্য)

ব্যবহারিক

বিলম্বিত / মসীদখানী গৎ ঃ বিলাসখানী টোড়ী, মালগুঞ্জী, আভোগী কানাড়া, সুরমল্লার, দেবগিরি বিলাবল, নটভৈরব, মধুবন্তি ও কৌশিক কানাড়া।

দ্রুত / রজাখানী গৎ ঃ হেমবেহাগ, মেঘমল্লার, নায়কী কানাড়া, হংসকিংকিনী, ভূপালটোড়ী ও গান্ধারী এবং উপরোক্ত রাগ।

ধ্রুপদীয়াদের জন্য ঃ উপরোক্ত বিলম্বিত রাগগুলির ধ্রুপদ ও দ্রুত রাগগুলির ধামার হইবে।

শাস্ত্র

ভারতের রাগসংগীত ও উহার ভবিষ্যৎ। সংগীত ও দর্শন।

সংগীত ইতিহাসের কাল বিভাজন। জাতিগায়ন ও রাগ গায়নের বিকাশ। বৈদিক ও পৌরানিক সংগীত। নায়কী ও গায়কীর বিশেষত্ব ও তারতম্য। গায়কী ও স্বরলিপি পদ্ধতির শিক্ষার পার্থক্য। সংগীতে তালের মহত্ব। ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় সংগীতের নিমোক্ত বিষয়গুলির অবস্থার বর্ণনা ঃ স্বর, শ্রুতি, মেল, জাতি, রাগবর্গীকরণ, রাগ-স্বরূপ, গায়ন প্রণালী ইত্যাদি। নিমোক্ত গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ঃ—

ভারতের নাট্যশাস্ত্র, সংগীত মরকন্দ, শারংদেবের সংগীত রত্নাকর, মাতংগের বৃহদ্দেশী।

জীবনী ঃ এনায়েৎ খাঁ, মহম্মদ দবীর খাঁ, আমীর খাঁ, উজীর খাঁ, বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ও এমদাদ খাঁ (এনায়েৎ খাঁর পিতা)। ৬ষ্ঠ / ৭ম বর্ষের

www.CharukalaMandir.org

বিলম্বিত রাগগুলি একতাল, ঝুমড়া ও ত্রিতাল এবং দ্রুত রাগগুলি ঝাঁপতাল, একতাল ও ত্রিতালে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬ষ্ঠ / ৭ম বর্ষের ধ্রুপদের তালগুলি তেওড়া, ঝাঁপতাল ও চৌতালে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দ্রষ্টব্য ঃ— ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম বর্ষের প্রথম প্রশ্নপত্রটি শাস্ত্র হইতে এবং দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রটি শাস্ত্র ও ব্যবহারিক হইতে গৃহীত হইবে।

নজরুল গীতি

[কণ্ঠ, গীটার, এস্রাজ বেহালা ইত্যাদি]

(আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিতে পরীক্ষা হইবে)

প্রাথমিক বর্ষ

(এই বর্ষের শাস্ত্র পরীক্ষা মৌখিক হইবে)

ব্যবহারিক

৩টি ভিন্ন প্রকারের অলংকার। ভূপালী ও বিলাবল রাগের স্বরমালিকা বা লক্ষণগীত অথবা রজাখনী গৎ। দাদরা ও কাহারবা তালে যে কোন ২টি নজরুলগীতি। হাতের ঠেকার সাহায্যে ঠায় লয়ে দাদরা ও ত্রিতাল প্রদর্শন।

শাস্ত্র

স্বরমালিকা ও লক্ষণগীতি অথবা রজাখানী গৎ। আরোহণ, অবরোহণ, তালি, খালি, অলংকার, বাদী, সমবাদী এবং উপরোক্ত ২টি রাগের পরিচিতি।

প্রথম বর্ষ

ব্যবহারিক

৬টি ভিন্ন প্রকারের অলংকার। ভৈরব, ভৈরবী রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানী গৎ। ইমন ও ভৈরবী রাগের ৩টি করে ভিন্ন প্রকারের অলংকার।

দাদরা, কাহারবা ও ত্রিতালে যে কোন ৫টি নজরুলগীতি।

প্রত্যেকটি তালের ঠেকা হাতের ইংগিতে ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে প্রদর্শন।

(গীটার পরীক্ষার্থীদের "A Major Tunning" জানা আবশ্যক)

www.CharukalaMandir.org

শাস্ত্র

সংগীত, স্বর (শুদ্ধ ও বিকৃত), ধ্বনি, শ্রুতি, সপ্তক, (মন্দ, মধ্য ও তার), বাদী, সমবাদী, ঠাঠ, রাগ, অলংকার, পকড়, জাতি, (ঔড়ব, ষাড়ব সম্পূর্ণ), স্থায়ী, অন্তরা, রাগের পূর্বাংগ ও উত্তরাংগ, লয়, মাত্রা, তালি, খালি, ঠেকা, সম, বিভাগ, আবর্তন, ঠায় ও দ্বিগুণ। আকার মাত্রিক স্বর ও তাললিপির জ্ঞান। নজরুলের বাল্য জীবন।

জীবনী ঃ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর ও পন্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখন্ডে।

দ্বিতীয় বর্ষ

(জুনিয়ার ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

খাম্বাজ, আশারবী, কাফি ও বেহাগ রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানী গৎ। বেহাগ রাগের ৪টি ভিন্ন প্রকারের অলংকার। নজরুলের রাগপ্রধান ও দেশাত্মবোধক সংগীত সহ দাদরা, কাহারবা, ত্রিতাল ও ঝাঁপতালে মোট ৬টি গান।

প্রত্যেকটি তালের ঠেকা, ঠায়, দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে হাতের ইংগিতে প্রদর্শন। (গীটার পরীক্ষার্থীদে "A Major Tunning" জানা আবশ্যক)

শাস্ত্র

স্পর্শ স্বর, বক্র স্বর, গমক, মীড়, গ্রহ, অংশ, ন্যাস, জনক ও জন্য রাগ, শুদ্ধ, ছায়ালগ, সংকীর্ণ রাগ। রাগ ও তালের তুলনা। স্বর ও বর্ণ দেখিয়া রাগ ও তাল নির্বাচন। নাদ ও তাহার প্রকার, বর্ণ ও তাহার প্রকার, রাগ ও ঠাঠের পার্থক্য। ভাতখন্ডে স্বরলিপি জ্ঞান। গীতের অবয়ব ঃ দেশাত্মবোধক, শ্যামাসংগীত, বাউল, কাজরী, ধ্রুপদ ও খেয়াল।

জীবনী ঃ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী ও আংগুরবালা দেবী।

তৃতীয় বর্ষ

(সিনিয়র ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

বৃন্দাবনী সারং, ভীমপলশ্রী, পটদীপ, বাহার ও দুর্গা রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখনী গৎ। নজরুলের রাগপ্রধান — ১, ভাটিয়ালী — ১, ঝুমুর — ১,

www.CharukalaMandir.org

শ্যামাসংগীত — ১, লঘুসংগীত — ২।
তাল ঃ তেওড়া, সুরফাঁকতাল, আদ্ধা, একতাল ও চৌতাল।
গীটারে "E Major Tunning" জানা আবশ্যক।

শাস্ত্র

শ্রুতি-স্বর-বিভাজন, গায়কের দোষ-গুণ। আকার মাত্রিক পদ্ধতিতে স্বর ও তাললিপি লিখন। ধ্রুপদের বাণী, সন্ধিপ্রকাশ রাগ, আবির্ভাব তিরোভাব, আলাপ গায়ন বিধি, তানের প্রকার, নিবদ্ধ-অনিবদ্ধ গান, স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী আভোগ, তিনগুন। তানপুরা, বাঁয়া-তবলা, খোল, পাখোয়াজ, এস্রাজ-এর বিবরণ। সম প্রকৃতি রাগ ও তালের তুলনা। স্বর ও বর্ণ দেখিয়া রাগ ও তাল নির্বাচন।
গীতের অবয়ব ঃ ঠুংরী, টপ্‌পা, কাব্যসংগীত।
জীবনী ঃ জমীরুদ্দিন খাঁ ও বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকর।

চতুর্থ বর্ষ

ব্যবহারিক

মালকোষ, মূলতানী, কেদারা, বাগেশ্রী, যোগীয়া, জয়জয়ন্তী ও পুরবী রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানী গৎ। উক্ত রাগের যে কোন ১টি বিলম্বিত খেয়াল বা মসীদখানী গৎ।
নজরুলের দেশাত্মবোধক — ১, কাব্যগীতি — ২, ভক্তিগীত — ১, কাজরী — ১, ভজন — ১ ও ইসলামিক — ১।
তাল ঃ যৎ, ঝুমড়া, আড়াচৌতাল, রূপক ও ধামার।
হাতের ইংগিতে প্রত্যেকটি তালের ঠেকা ঠায়, দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে প্রদর্শন।
গীটারে "C Major Tunning" জানা আবশ্যক।

শাস্ত্র

আবির্ভাব, তিরোভাব, সন্যাস, বিন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, রাগালাপ, রূপকালাপ, সহায়ক নাদ, আকার মাত্রিক ও হিন্দুস্থানী স্বর ও তাললিপিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান। পাঠ্যক্রমের রাগ ও তালের তুলনা। পালুসকার স্বর ও তাললিপি পদ্ধতি।
প্রবন্ধ ঃ নজরুলের সংগীত শিক্ষা ও প্রতিভা।
গীতের অবয়ব ঃ চৈতী, ত্রিবট, স্বরমালিকা, লক্ষণগীতি, লাউনী।
নজরুলের দেশাত্মবোধক সংগীত, ভক্তিগীতি ও কাব্যসংগীত।
জীবনী ঃ বৈজু বাওরা, মসীদ খাঁ, তানসেন।

www.CharukalaMandir.org

পঞ্চম বর্ষ

(সংগীত বিশারদ)

ব্যবহারিক

রাগেশ্রী, টোড়ী, তিলক কামোদ, গৌরসারং, দরবারী কানাড়া, বসন্ত ও মালগুঞ্জী রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানী গৎ। উপরোক্ত রাগের যে কোন ১টি বিলম্বিত খেয়াল বা মসীদখানী গৎ।

কণ্ঠসংগীতের ক্ষেত্রে উপরোক্ত রাগের যে কোন ১টি ধ্রুপদ (ঠায়, দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে)।

যন্ত্রসংগীতের ক্ষেত্রে ঃ ১টি ঠুংরী, (খাম্বাজ, পিলু ও ভৈরবী রাগে)। ধ্রুপদাংগের শ্যামাসংগীত — ১, হোরী — ১, ঠুংরী — ১, ভজন — ১, বন্দনা গান — ১, রাগপ্রধান — ১, নজরুলের কীর্তন — ১, বিদেশী সুরের গান — ১।

তাল ঃ লাউনী, প্রিয়াছন্দ, ঝুমুর, পাঞ্জাবী, নবনন্দন ও লোফাতাল। সম-প্রকৃতি রাগের আবির্ভাব-তিরোভাব। আলাপ শুনিয়া রাগ চেনা। গান বা বাজনা শুনিয়া স্বরলিপি লিখন।

গীটার — "A Major Minor High Bass Tunning" জানা।

শাস্ত্র

কর্নাটক ও হিন্দুস্থানী স্বর ও তাললিপি পদ্ধতির তুলনা। ভারতীয় সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ভারতীয় সংগীতে বাদ্যের বর্গীকরণ।

প্রবন্ধ ঃ নজরুল সংগীতে বিষয় বৈচিত্র। নজরুল সংগীতে শাস্ত্রীয়, লোকসংগীত ও বিদেশী সংগীতের প্রভাব। নজরুল সংগীতে বৈষ্ণব, শাক্ত, মুসলমান ধর্মের প্রভাব। নজরুল গীতিতে কবি নজরুলের আধ্যাত্মিক মানসিকতার প্রতিফলন।

গীতের অবয়ব ঃ হোরী, ভজন, শ্যামাসংগীত।

সম-প্রকৃতি রাগ ও তালের তুলনা এবং ঠায়, দ্বিগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ ও আড়লয়ে লিখন।

জীবনী ঃ আমীর খসরু, স্বামী হরিদাস, রাজা মানসিংহ তোমর ও রেজাখাঁ।

ষষ্ঠ বর্ষ

ব্যবহারিক

দেবযানী, মীণাক্ষী, অরুশরঞ্জনী, নির্ঝরিনী, শংকরী, শ্যামকল্যাণ, রেনুকা, শিব-

www.CharukalaMandir.org

সরস্বতী, পটমঞ্জরী, নারায়ণী, শিবমত, ভৈরব, ধানেশ্রী (ভৈরবী ঠাঠ), অরুণ-ভৈরব, লংকাদহন, সারং, সরপরদা, গৌরী, (পূরবী ও ভৈরবী ঠাটের)।

উপরোক্ত রাগের পরিচয় সহ একটি করিয়া নজরুলগীতি।

কণ্ঠসংগীতের ক্ষেত্রে উপরোক্ত যে কোন ১টি রাগের বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল।

যন্ত্র সংগীতের ক্ষেত্রে উপরোক্ত যে কোন দুটি রাগে মসীদখানী ও দুটি সেতারখানী গৎ আলাপ, জোড়, তোড়া, ঝালা ও তেহাই সহযোগে। ইহা ভিন্ন ১টি দেশাত্মবোধক, ১টি হাসির গান, ১টি মুক্তছন্দের গান, ১টি কাজরী, ১টি চৈতি, ১টি সেয়র সমেত গজল।

গীটার - C-Sharp Minor or E-Sixth Tuning জানা।

শাস্ত্র

নজরুল সংগীতে নতুন রাগ ও তাল।

সমসাময়িক কবিদের সঙ্গে গীতিকার ও কবি নজরুলের পার্থক্য।

সার্থক নজরুলগীতি গায়কের কোন কোন গুণাবলী প্রয়োজন।

জাতীয় সংগীতে নজরুলের অবদান। নজরুলগীতির মধ্যে আধ্যাত্মিক ও দার্শনিকতত্ব। সুরকার নজরুল। সঙ্গীত শিক্ষক নজরুল।

কবি, গায়ক, গীতিকার নজরুল সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান।

নজরুল সৃষ্ট এবং রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট তালের তুলনা।

নজরুলগীতিকে কতগুলি পর্যায়ে ভাগ করা যায়? এ সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত।

রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য।

ভক্তিমূলক গান রচনার নজরুলের বৈশিষ্ট। চারণ কবি নজরুল। প্রকৃতির কবি নজরুল। বিদ্রোহী কবি নজরুল। দেশপ্রেমিক নজরুল। প্রেমের কবি নজরুল। কারাগারে নজরুল।

প্রহার, তোড়া, খটকা, মুর্কী, ঘসিট, জোড়, ঝালা, সন্যাস, বিন্যাস, আলপ্তি নায়কী, গায়কী, আবির্ভাব, তিরোভাব, রাগালাপ, অল্পত্ব, বহুত্ব, নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ।

সপ্তম বর্ষ

(সংগীত আচার্য্য)

ব্যবহারিক

মিঞামল্লার, কৌশিক, দরবারী কানাড়া, টোড়ী, সামন্ত সারং, শংকরা,

www.CharukalaMandir.org

কাফিসিন্ধু, বাগেশ্রী, অহির ভৈরবী, নীলাম্বরী, শুদ্ধ সারং, আশাভৈরবী, জয়জয়ন্তী, গৌড় সারং, উদাস ভৈরব, দেবগান্ধার, রূপমঞ্জরী, সান্ধ্যমালতী। উপরোক্ত রাগের পরিচয় সহ একটি করিয়া নজরুল গীতি।

কণ্ঠ সংগীতের ক্ষেত্রে উপরোক্ত যে কোন একটি করিয়া রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল। একটি ধ্রুপদ, একটি ধামার (২, ৩, ৪ গুণ লয়ে)।

একটি ঠুংরী, একটি ভজন, একটি ধুন ও একটি কীর্তন অংগের গান।

যন্ত্রসংগীতের ক্ষেত্রে উপরোক্ত যে কোনও একটি রাগের মসিদখানী ও রজাখানী গৎ (আলাপ, গৎ, তোড়া, ঝালা ও তেহাই)। একটি ধুন, একটি কীর্তন ও জংলা সুরে বাজান অভ্যাস।

একটি কাব্যগীতি একটি বিদেশী সুরে, একটি মুক্তছন্দে, একটি ঠুংরী অংগের, একটি উচ্চাংগের শ্যামাসংগীত, দুটি দেশাত্মবোধক (দুরকম তালে) ও একটি কীর্তন অংগের গান।

গীটারের ক্ষেত্রে — সবকটি স্কেলে গীটার বাঁধা Chord প্রয়োগ করার জ্ঞান।

শাস্ত্র

ভারতীয় সংগীতের পূর্ণ ইতিহাস।

ভারতীয় পল্লী সংগীতের মধ্যে কোন্ কোন্ ধরণের পল্লী সংগীতকে অনুকরণ করে নজরুলের পল্লী সংগীত সৃষ্টি হয়েছে।

পূজা পর্যায়ের গান রচনায় নজরুলের চিন্তাধার। শিশুদের কবি ও গীতিকার হিসাবে নজরুলের অবদান।

নজরুল গীতির অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। নজরুলগীতির প্রাদেশিকতার স্থান কতটুকু? হাস্যরসিক নজরুল (কাব্যে, গানে, আচার-ব্যবহার ও সাহিত্যে)। নজরুলের গান এত জনপ্রিয়তার কারণ কী? গীতিশৈলী বলিতে কি বোঝা যায়? নজরুল গীতিশৈলীর সঙ্গে অন্যান্য গীতিশৈলীর তফাৎ কোথায়? নাট্যসংগীতে নজরুলের অবদান।

নায়কী ও গায়কীর পার্থক্য। জনসমাজে সংগীতের প্রয়োজন।

উচ্চাংগ সংগীত ছাড়া অপরাপর কোন সংগীত অবলম্বন করে নজরুল গীত রচিত? শাস্ত্রীয় সংগীতে নজরুলের অনুরাগ ও জ্ঞান।

সংগীত কলার সহিত অপরাপর কলার তুলনা ও আলোচনা।

---

www.CharukalaMandir.org

রবীন্দ্র-সংগীত

[কণ্ঠ, গীটার, এস্রাজ, বেহালা]

(আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিতে পরীক্ষা হইবে)

প্রাথমিক বর্ষ

(এই বর্ষের শাস্ত্র পরীক্ষা মৌখিক হইবে)

ব্যবহারিক

২টি ভিন্ন প্রকারের অলংকার। ভূপালী ও ইমন রাগের স্বরমালিকা বা লক্ষণগীত অথবা রজাখানী গৎ। দাদরা ও কাহারবা তালে যে কোন ৪টি রবীন্দ্রসংগীত। পূজা — ২, প্রকৃতি — ১, আনুষ্ঠানিক — ১, হাতের ঠেকার সাহায্যে ঠায় লয়ে দাদরা ও ত্রিতাল প্রদর্শন।

শাস্ত্র

স্বরমালিকা ও লক্ষণগীত। সংগীত, সপ্তক, স্বর অলংকার বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, আরোহন, অবরোহন, তালি, খালি এবং উপরোক্ত ২টি রাগের পরিচিত।

প্রথম বর্ষ

ব্যবহারিক

বিলাবল, ভৈরব ও কাফি রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানী গৎ এবং ইমন রাগে ৩টি ভিন্ন প্রকারের অলংকার। (দাদরা, কাহরবা, ত্রিতাল তেওড়া ও ঝম্পক তালে অন্তত ১টি করিয়া গান থাকা প্রয়োজন) পূজা — ২, প্রকৃতি — ১, বিচিত্র — ১ ও স্বদেশ — ১ রবীন্দ্রসংগীত।

প্রতিটি তালের ঠেকা হাতের সাহায্যে ঠায় লয়ে প্রদর্শন।

গীটার — "A Major Tuning" জানা।

শাস্ত্র

রবীন্দ্রসংগীতে ছয়টি পর্য্যায় সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান।

উপরোক্ত রাগগুলির শাস্ত্রীয় পরিচয়।

উপরোক্ত তালগুলির তাললিপি লেখার অভ্যাস।

আকার মাত্রিক স্বর ও তাললিপির জ্ঞান। জাতি, পকড়, সংগীত, স্বর, শুদ্ধ ও

www.CharukalaMandir.org

বিকৃত, সপ্তক, ঠাঠ, চল-অচল স্বর, লয়, সম, আবর্তন, মাত্রা বিভাগ, ঠেকা।
রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে সংগীতের প্রভাব।
ঠাকুর পরিবারের সাঙ্গীতিক পরিবেশ।
জীবনী ঃ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর ও তানসেন।

দ্বিতীয় বর্ষ

(জুনিয়ার ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

খাম্বাজ, ভৈরবী, রাগের ছোট খেয়াল ও রজাখানী গৎ — এবং কাফি ও ভৈরবী রাগের ২টি করে ভিন্ন প্রকারের অলংকার। পূর্ববর্ত্তী বৎসরের তালের সহিত ঝম্পক, দাদরা ষষ্টি, নবতাল ও ত্রিতালে অন্তত ১টি করিয়া গান থাকা প্রয়োজন। পূজা — ২, প্রেম — ২, প্রকৃতি — ১, আনুষ্ঠানিক — ১ ও বিচিত্র — ১ পর্যায়ে রবীন্দ্রসংগীত। হাতের ঠেকার সাহায্যে উপরোক্ত তালগুলি ঠায় লয়ে প্রদর্শন।
গীটার — "A Major-E Major Tunning" জানা।

শাস্ত্র

উপরোক্ত রাগগুলির শাস্ত্রীয় পরিচয় ও তালগুলির তাললিপি লেখার অভ্যাস। রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক সংগীত। পরিভাষা ঃ রাগের জাতি, কনস্বর, বর্জস্বর, নাদ, শ্রুতি, বর্ণ, রাগ, বিবাদী, স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ, গ্রহ, অংশ, ন্যাস। ভাতখন্ডে স্বর ও তাললিপির জ্ঞান। ভানুসিংহের পদাবলীর বৈশিষ্ঠ, ভারতীয় সংগীতের মুখ্য পদ্ধতি।
জীবনী ঃ দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পন্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখন্ডে ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী।

বিগত বর্ষের শাস্ত্র অধ্যয়ন।

তৃতীয় বর্ষ

(সিনিয়র ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

বেহাগ, ভীমপলশ্রী ও আশাবরী রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানী গৎ। (অর্ধঝাঁপ, তেওড়া, রূপকড়া, ঝাঁপতাল, একাদশী ও চর্তুমাত্রিক একতাল

www.CharukalaMandir.org

২।২ ছন্দ ও ৩।৪ ছন্দের তানপুরা সহযোগে গান জানা প্রয়োজন) পূজা — ৩, প্রেম — ২, স্বদেশ — ১, প্রকৃতি — ২ ও আনুষ্ঠানিক — ১ পর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত।

প্রথম হইতে তৃতীয় বর্ষের সকল তালের ঠেকা হাতের ইংগিতে ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে প্রদর্শন।

গীটার — "A Major E Minor Tuning" জানা।

শাস্ত্র

বিগত ও চলতি বর্ষের সকল রাগগুলির শাস্ত্রীয় পরিচয় ও তাললিপি লেখার অভ্যাস।

রবীন্দ্রসংগীতে তাল ও ছন্দ বৈচিত্র।

পরিভাষা ঃ স্পর্শস্বর, বক্রস্বর, জন্যরাগ, তান আলাপ, জোড়, জনকঠাঠ, রাগের পূর্বাংগ উত্তরাংগ, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, কাব্যসংগীত, ঋতুসংগীত, দেশাত্মবোধক সংগীত, ব্রহ্মসংগীত, কীর্ত্তন ও বাউল।

সমপ্রকৃতি রাগ ও তালের তুলনা। তানপুরা, বাঁয়া তবলা ও খোলের পরিচয়।

পাঠ্যক্রমের তালগুলির সম্যক জ্ঞান।

রবীন্দ্রসংগীতে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রসংগীতে বাউল সুরের ধারা।

জীবনী ঃ বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকর, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও যদুভট্ট।

চতুর্থ বর্ষ

ব্যবহারিক

জৌনপুরী, দুর্গা, পূরবী, দেশ, বাগেশ্রী ও বৃন্দাবনী সারং রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানী গৎ এবং হাতে ঠেকা সহ ঠায়, দ্বিগুণ লয়ে উপরোক্ত যে কোন একটি রাগে ধ্রুপদ জানা আবশ্যক।

ঠায়, দ্বিগুণ, চৌগুণ লয়ে সুরফাঁকতাল, আড়াচৌতাল, খেমটা, চৌতাল ও পূর্ববর্ত্তী বৎসরের তাল হাতে দিয়ে ঠেকা সহ বলার অভ্যাস।

ধ্রুপদাঙ্গ, খেয়ালঙ্গ, কীর্ত্তনাঙ্গ, ভানুসিংহের পদাবলী ও পাশ্চাত্য সুরের উপর রবীন্দ্রসংগীত গাহিবার অভ্যাস।

তানপুরা সহযোগে নিমোক্ত গানগুলি জানা আবশ্যক —

অগ্নিশিখা এসো এসো, আমার প্রাণের মানুষ, আমারে করো জীবন দান, আমার মল্লিকা বনে, আজি শুভদিনে, একটুকু ছোঁয়া লাগে, এসো শ্যামল সুন্দর, যদি তারে নাই চিনি, দে ছেড়ে দে আমায় তোরা, আমি চিনি গো

www.CharukalaMandir.org

চিনি তোমারে, ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে, শূন্য হাতে ফিরি, প্রথম আদি তব শক্তি, শুভ্র আসনে বিরাজ, রোদন ভরা এ বসন্ত, না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, মন্দিরে মম, ও জোনাকী কি সুখে ঐ, ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে, সজনী সজনী রাধিকা লো, এবার তোর মরা গাঙে, নিবিড় তমা তিমির হতে, ফিরে চল মাটির টানে, আমরা মিলেছি আজ, আরো আরো প্রভু, ওঠো ওঠো রে, হৃদয় নন্দন বনে।

কমপক্ষে ১৪টি রবীন্দ্রসংগীত ঃ পূজা — ২, আনুষ্ঠানিক — ১, প্রকৃতি — ২, প্রেম — ২, বিচিত্র — ১, স্বদেশ — ১, ভানুসিংহের পদাবলী — ১, শিশুসংগীত — ১, বাউলাঙ্গ — ১, খেয়ালাঙ্গ — ১, ধ্রুপদাঙ্গ — ১।

গীটার পরীক্ষার্থীদের "A Major & Minor High Bass Tuning" জানা আবশ্যক।

শাস্ত্র

এই বর্ষের রাগগুলির শাস্ত্রীয় পরিচয় ও তালগুলির তাললিপি লেখার অভ্যাস।

পরিভাষা ঃ ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা, ঠুমরী, নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গান, টুসু ভাদু, গম্ভীরা, সন্ধিপ্রকাশ রাগ।

নিমলিখিত যন্ত্রগুলির বিশদ বিবরণ ঃ-

পাখোয়াজ, মন্দিরা, আনন্দলহরী, বাঁশী, একতারা ও বেহালা।

রবীন্দ্রসংগীতে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র।

চিত্রাঙ্গদা, চন্ডালিকা, তাসের দেশ ও কালমৃগয়ার উপর আলোচনা।

শ্যামার উপর বিশদ আলোচনা।

রবীন্দ্রসংগীতে ভারতীয় রাগ সংগীতের প্রভাব।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে স্বরলিপি লেখার অভ্যাস।

সার্থক রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর গুণাবীল।

রবীন্দ্রসংগীতে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য সম্পর্কে আলোচনা।

জীবনী ঃ জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী, রজনীকান্ত সেন।

পঞ্চম বর্ষ

(সংগীত বিশারদ)

ব্যবহারিক (Practical)

পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত রাগগুলির পরিচয় এবং স্বর শুনিয়া চিনিবার দক্ষতা।

টৌড়ী, মূলতানী, পটদীপ, মালকোষ, রাগেশ্রী, পিলু, জয়জয়ন্তী, ছায়ানট,

www.CharukalaMandir.org

তিলকামোদ ও হাম্বীর —
কমপক্ষে ৬টি রাগের উপর ছোট খেয়াল বা রজাখানী গৎ।
নিমোক্ত গানগুলি হইতে ২১টি রবীন্দ্রসংগীত ঃ-
১টি করিয়া ঝাঁপতাল, একতাল, রূপক, ষষ্ঠী, চৌতাল, ধামার, মধ্যমান যৎ (৮ ও ১৪ মাত্রার) আড়খেমটা, নবপঞ্চতাল, ভানুসিংহের পদাবলী ও রবীন্দ্রসংগীতের উপর বিভিন্ন ছন্দের গান, বাউল ও কীর্তন জানা আবশ্যক ঃ-
জননী তোমার করুণ চরণখানি, আমার পরাণ লয়ে, একমনে তোর একতারাতে, কেন জানে না, পুষ্প বনে পুষ্প, হে মন দেখ তারে, প্রতিদিন আমি, গরব মম, গভীর রজনী, তোমার অসীমে প্রাণ, অল্প লইয়া থাকি তাই, মম অঙ্গনে স্বামী, ভয় হতে তব, শ্যামল ছায়া নাই বা গেলে, দীপ নিভে মম, বিমল আনন্দে, তোমার গীতি, একদা তুমি প্রিয়ে, হৃদয় আমার প্রকাশ হল, দুয়ার মোর পথপাশে, কাঁপিচে দেহলতা, মেঘ ছায়ে সজল বারে, যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে, গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে, শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা, রোদন ভরা এ বসন্ত, বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা, যদি তোর ডাক শুনে, গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গা মাটির পথ, ওরে বকুল পারুল, মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আমরা মিলেছি আজ, পাগলা হাওয়ার বাদন দিনে, বিশ্ব বিদ্যা তীর্থ প্রাঙ্গণে, এস হে গৃহদেবতা, তোমারেই করিয়াছি .....।
গীটার — "A Major/Minor High Bass Tuning" জানা আবশ্যক।

শাস্ত্র (Theory)

— প্রথম পত্র —

রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ। সার্থক রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রসংগীতে পাশ্চাত্য ও প্রাদেশিক সুরের প্রভাব। রবীন্দ্রসংগীতে স্বরলিপির প্রয়োজনীয়তা। রবীন্দ্রসংগীতে সুর, তাল ও ছন্দের বৈচিত্র। রবীন্দ্রসংগীতে বাংলার লোকসংগীতের প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের আনুষ্ঠানিক সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা। রবীন্দ্রসংগীতে কথা ও সুরের আত্মীয়তা। রবীন্দ্রসংগীতে আধ্যাত্মিকতা।

— দ্বিতীয় পত্র —

পরিভাষা ঃ— আবির্ভাব তিরোভাব, অল্পত্ব-বহুত্ব, নায়কী গায়কী, বাগ্গেয়কার, ধ্রুপদের বাণী, সমপদী, বিষমপদী।
উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় তাল পদ্ধতির তুলনা। শ্রুতি ও স্বর

www.CharukalaMandir.org

বিভাজনের আধুনিক মত। ভারতীয় সংগীতে পন্ডিত ভাতখন্ডেজীর বিশেষ অবদান। প্রদত্ত স্বরের সাহায্যে রাগ নির্ধারণ। প্রথম হইতে পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত রাগগুলির সমতা ও বিভিন্নতা সম্বন্ধে জ্ঞান। পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত সকল রাগের শাস্ত্রীয় পরিচয় এবং সকল তালের তাললিপি লেখা।

জীবনা ঃ পঙ্কজ কুমার মল্লিক, আদিনাথ দস্তিদার, শান্তিদেব ঘোষ, বৈজু বাওয়া, আলাউদ্দিন খাঁ, আমীর খসরু ও রামপ্রসাদ সেন।

ষষ্ঠ বর্ষ

ব্যবহারিক (Practical)

মিয়ামল্লার, কামোদ, ললিত, সোহিনী, বাহার পরজ, আড়ানা, বসন্ত ও মেঘমল্লার রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানী গৎ এবং যে কোন দুটি রাগের মসিদখানী গৎ বা বিলম্বিত খেয়াল।

উপরোক্ত যে কোন রাগে ১টি ধ্রুপদ (ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে) শ্রুতির সাহায্যে স্বর পরিচিতির ক্ষমতা। হাতে তালি দিয়ে বিভিন্ন তালে গান করার অভ্যাস। তানপুরা ছেড়ে গান করার ক্ষমতা।

গীটার পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে C-Sharp Minor Tuning জানা।

কমপক্ষে ১টি করিয়া ত্রিতাল, দাদরা, কাহরবা, তেওড়া, রূপকড়া, চর্তুমাত্রিক একতাল, চৌতাল, নবতাল, ঝম্পক, পঞ্চম সওয়ারী, আড়াঠেকা এবং রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ছন্দের গান তৎসহ টপ্পাঙ্গ, কীর্ত্তনাঙ্গ, ধ্রুপদাঙ্গ, খেয়ালাঙ্গ র গান ২১টি জানা আবশ্যক উল্লিখিত গানের মধ্যে ঃ-

এবার নীরব করে দাও, বীণা বাজাও হে, মেঘ বলছে যাব যাব, সার্থক জনম আমার, আজ মোর দ্বারে, আমরা মিলেছি আজ, শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা, ভাল মানুষ নইরে মোরা, যদি তোর ডাক শুনে, বাজে বাজে রম্যবীণা, বিশ্ব বীণা রবে, একি লাবণ্য পূর্ণ প্রাণে, জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে, বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে, আমি তখন ছিলেন অন্ধ, নয়ান ভাসিল জলে, কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, খাঁচার পাখি ছিল, পাখি বলে চাঁপা, ও দেখা দিয়ে চলে গেল, বাজে করুণ সুরে, মহারাজ, একি সাজ, চরণ ধ্বনি শুনি, দাও হে হৃদয় ভরে দাও, কোথায় যে উধাও, যদি হায় জীবন পূরণ, পিনাকীতে লাগে টঙ্কার।

শাস্ত্র

— প্রথম পত্র —

ভারতীয় সংগীতে রবীন্দ্রনাথের অবদান।

www.CharukalaMandir.org

রবীন্দ্রসংগীতে ভাব, ভাষা, সুর ও মাধুর্য্যের বিশদ আলোচনা।
রবীন্দ্রসংগীতে ত্রিবেণী সঙ্গম আলোচনা।
রবীন্দ্রসৃষ্ট ঋতুসংগীতের সহিত শাস্ত্রীয় সংগীতের তুলনামূলক আলোচনা।
রবীন্দ্রসংগীতে বৃন্দাবাদনের স্থান।
রবীন্দ্রনাথের সংগীত ভাবনা।
আকার মাত্রিক পদ্ধতি পর্য্যন্ত স্বরলিপি বিবর্ত্তনের ইতিহাস।
রবীন্দ্রসৃষ্ট বিভিন্ন পর্য্যায়ের উপর বিশদ আলোচনা।

— দ্বিতীয় পত্র —

বিভিন্ন পদ্ধতিতে স্বরলিপি লেখার অভ্যাস।
পরিভাষা ঃ- সহায়ক নাদ, মূর্চ্ছনা, কলাবন্ত, ভারতীয় সংগীতে গান, টোন, সেমিটোন, ডায়াটনিক স্কেল, কর্ড, হারমণি, মেলোডী, ২৫শে বৈশাখ, ২২শে শ্রাবণ ও বিশ্বভারতী।
ব্যাঙ্কটমুখীর ৭২ ঠাটের বিস্তৃত আলোচনা।
প্রদত্ত স্বরের সাহায্যে রাগ নির্ণয়।
বিভিন্ন ঘরানার রাগ-রাগিণীর উপর আলোচনা (বিষ্ণুপুর, হিন্দুস্থানী ও দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতি)
রবীন্দ্রসংগীতে মুক্তিছন্দের গানের বিস্তারিত আলোচনা।
মসিদখানি ও রেজাখানি গৎ - এর বৈশিষ্ট্য।
নির্ধারিত তালসমূহের ঠেকার বিভিন্ন লয়কারী লিখিবার অভ্যাস। (পাঠ্যক্রম অনুযায়ী)।
জীবনা ঃ অহোবল, বিদ্যাপতি, চন্ডিদাস, কমলাকান্ত।

সপ্তম বর্ষ

(সংগীত আচার্য্য)

ব্যবহারিক (Practical)

দেশী, গৌড়মল্লার, গৌড়সারং, মালগুঞ্জি, পুরিয়া, শুদ্ধকল্যাণ, মারবা, দরবারী কানাড়া, সিন্ধ, সাহানা রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানি গৎ এবং যে কোন চারটি রাগের উপর বিলম্বিত খেয়াল বা মসিদখানি গৎ।
স্বরলিপি দেখে বিভিন্ন তালে রবীন্দ্রসংগীত অনুশীলন।
শ্রুতির সাহায্যে স্বর ও রাগ পরিচিতির ক্ষমতা।

www.CharukalaMandir.org

বিগত সকল বর্ষের তালগুলি বিভিন্ন লয়কারীতে হাতে তালি দিয়ে বলার অভ্যাস।

তানপুরা বেঁধে ছেড়ে ছেড়ে গান করার দক্ষতা।

গীটার পরীক্ষার্থীদের ১ম থেকে ৬ষ্ঠ পর্য্যন্ত সকল স্কেলে গীটার বাঁধার এবং সকল স্কেলে প্রধান স্বরগুচ্ছ (**Chord**) দক্ষতার সঙ্গে বাজানো আবশ্যক।

একটি করিয়া বিগত সকল বর্ষের তাল সমেত চতুর্মাত্রিক একতাল, নবতাল, নবপঞ্চমতাল, খেমটা, আড়খেমটা, মধ্যমান, যৎ, ধামার, টপ্পাঙ্গ, খেয়ালাঙ্গ, ধ্রুপদাঙ্গ, কীর্ত্তনাঙ্গ ও রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন ছন্দ ও মুক্তছন্দের গান।

নিমলিখিত গানগুলি হইতে ২৫টি গান জানা আবশ্যক ঃ-

আখিজল মুছাইলে জননী, চক্ষে আমার তৃষ্ণা, একি করুণাময়, আমি রূপে তোমায়, কেন বাজাও কাঁকন, জননী তোমার করুণ চরণ, মোরে বারে বারে, এরা পরকে আপন করে, বুঝি বেলা বয়ে যায়, এ মোহ আবরণ, মাঝে মাঝে তব দেশ, নব নব পল্লব রাজি, কে বসিবে হৃদয় আসনে, আমার না-বলা বাণী, হৃদয়ের একূল ওকূল, তুমি যত ভার, বসন্তে কি শুধু, বড় আশা করে, এ পরবাসে রবে কে, সজনী সজনী রাধিকা লো, সবে আনন্দ করো, ওই আসে ওই অতি ভৈরব, তবু মনে রেখ, জানো নির্ম্মল নেত্রে, বিমল আনন্দে, আমার পরাণ লয়ে, হৃদি মন্দির দ্বারে বাজে, বাণী তব ধায়, হৃদয় নন্দন বনে, এসো শরতের অমল মহিমা, ভালো মানুষ নইরে মোরা, এসো নীপ বনে, মম অঙ্গনে স্বামী, ব্যাকুলে বকূলের ফুলে, রোদন ভরা এ বসন্ত।

শাস্ত্র (Theory)

— প্রথম পত্র —

রবীন্দ্রসংগীতে দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব।

রবীন্দ্রসংগীতে ঋতু পরিক্রমা।

রবীন্দ্রসংগীতে রস বৈচিত্র।

ইউরোপীয় ব্যালে ও রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের উপর আলোচনা।

রবীন্দ্রসংগীতে বেদ গানের প্রভাব।

মানব জীবনে সংগীতের আকর্ষণ, প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া।

বাউল সংগীতের ক্রমবিকাশ ও রবীন্দ্রসংগীতের উপর তাহার প্রভাব।

রবীন্দ্রসংগীতের উপর বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব আলোচনা।

সংগীত চর্চ্চার প্রয়াসে বিষ্ণুপর ঘরানার অবদান।

রবীন্দ্রসংগীতে গায়ণ শৈলীর স্বকিয়তা আলোচনা।

www.CharukalaMandir.org

নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্যের ব্যাখ্যা।
বিভিন্ন পদ্ধতিতে (আকার মাত্রিক, ভাতখন্ড ও বিষ্ণু দিগম্বর) স্বরলিপি লেখা।

— দ্বিতীয় পত্র —

পরিভাষা ঃ স্বস্থান, বক্রস্বর, মূর্কী, কসবী, ছায়ালগ, সংকীর্ণ রাগ, বিবাদী স্বরের প্রয়োগ **Equally Tempered Scale, Melodie Minor Scale, Hermonie Minor Scale.**
শাস্ত্রীয় সংগীত ও সুগম সংগীতের তুলনামূলক আলোচনা।
বিভিন্ন পর্য্যায়ের গানের অংশবিশেষ পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে **Staff Notation** লিখিবার অভ্যাস।
রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি লেখা।
সকল বর্ষের তাল বিভিন্ন লয়কারীতে লেখা এবং পাঠ্যক্রমের সকল রাগের সমতা ও বিভিন্নতা।
স্বর ও শ্রবনেন্দ্রিয়ের পারস্পারিক তুলনা।
প্রদত্ত স্বরের সাহায্যে রাগ নির্ণয়।
শব্দতরঙ্গ হইতে সংগীতের উৎপত্তি।
মনোবিজ্ঞানের সহিত সংগীতের সম্পর্ক।
তাল ও ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা নিরিক্ষা।
জীবনী ঃ ব্যাংকটমুখী ভরতমুণি ও শ্রীনিবাস।

দ্রষ্টব্য ঃ- ৫ম হইতে ৭ম বর্ষের শাস্ত্র পরীক্ষা ২০০ নম্বরের হবে। প্রতি বর্ষে বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র ও ব্যবহারিক বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হবে।

ভাব (সুগম) সংগীত

শাস্ত্র পরীক্ষা আকার মাত্রিক বা ভাতখন্ডে যে কোন একটি মাত্র পদ্ধতিতে লিখিতে হইবে।

প্রাথমিক বর্ষ
ব্যবহারিক

বিলাবল ও ইমন রাগের সরল তানসহ মধ্যলয়ে ছোট খেয়াল। ১টি ভজন ও ১টি লোকগীতি। ঠায় লয়ে দাদরা ও কাহরবা তাল প্রদর্শন।

www.CharukalaMandir.org

প্রথম বর্ষ

ব্যবহারিক

৩টি ভিন্ন প্রকারের অলংকার। কাফি, ভৈরব ও ইমন রাগের ছোট খেয়াল প্রত্যেকটি রাগের একটি করে ভিন্ন প্রকারের অলংকার। ১টি রাগপ্রধান বা ১টি গীত। ১টি ভজন ও ১টি আঞ্চলিক লোকগীতি।

তাল ঃ কাহারবা, ঝাঁপতাল ও ত্রিতাল। প্রত্যেকটি তালকে হাতের ইংগিতে ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে প্রদর্শন।

শাস্ত্র

অলংকার, আরোহন, অবরোহন, বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, স্বর, সংগীত, পকড়, স্পর্শস্বর, ঠাঠ, জাতি, লয়, তাল, মাত্রা, বিভাগ, তালি, খালি, সম, স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী আভোগ।

গীতের অবয়ব ঃ রাগপ্রধান, ভজন ও খেয়াল।

আকার মাত্রিক ও ভাতখন্ডে স্বর ও তাললিপি পদ্ধতিতে জ্ঞান।

রাগ পরিচিত ও তাল পরিচিত।

জীবনী ঃ পন্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখন্ডে, সাধক রামপ্রসাদ, তুলসীদাস।

দ্বিতীয় বর্ষ

(জুনিয়ার ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

ভৈরবী, খাম্বাজ ও বৃন্দাবনী সারং রাগের ছোট খেয়াল। ২টি রাগপ্রধান ও ভজন। ১টি লোকসংগীত অতুল প্রসাদ ১টি। নজরুলের দেশাত্মবোধক ১টি।

তাল ঃ তেওড়া, একতাল ও চৌতাল। তালগুলি হাতের ইংগিতে ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে প্রদর্শন। আঞ্চলিক লোকগীতি ও হোরীগান ১টি। স্বর শুনিয়া রাগ চেনা।

শাস্ত্র

জাতির প্রকারভেদ, রাগের পূর্বাংগ-উত্তরাঙ্গ, ধ্বনি, বর্জ, গ্রহ, অংশ, ন্যাস, ঠেকা, কম্পন, আন্দোলন।

গীতের অবয়ব ঃ ঠুংরী গীত, জ্যোতিসংগীত, পল্লীগীতি ও দেশাত্মবোধক।

ভাতখন্ডে স্বরলিপি পদ্ধতির জ্ঞান।

ঠায়, দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে তাল লিখন।

সম-প্রকৃতি রাগ ও তালের তুলনা।

জীবনী ঃ আমীর খসরু, বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকর ও কমলাকান্ত।

www.CharukalaMandir.org

তৃতীয় বর্ষ

(সিনিয়র ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

আশাবরী, বেহাগ, বাগেশ্রী, দেশ ও জৌনপুরী রাগের ছোট খেয়াল। ১টি রাগপ্রধান, নজরুল -১, অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্তের গান -১, শ্যামাসংগীত ১, ২ খানি গীত। সাধক কবির ও তুলসিদাসের ভজন।

তাল ঃ রূপক, তিলওয়াড়া, যৎ, আড়া চৌতাল। হাতের ইংগিতে প্রত্যেকটি তালের ঠেকাকে ঠায়, দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে প্রদর্শন।

শাস্ত্র

তানের বিভিন্ন প্রকারের বর্ণনা। গমক, আলাপ, ব্যাংকটমুখী সৃষ্ট ৭২টি ঠাঠ, রাগের তুলনা।

গীতের প্রকার ঃ লোকসংগীত, লক্ষণগীত, স্বরমালিকা, বরগীত ও কীর্তন। আকার মাত্রিক ও ভাতখন্ডে স্বরলিপি পদ্ধতির পারস্পারিক তুলনা। তালের তুলনা। স্বরলিপি লিখন।

জীবনী ঃ মীরাবাঈ, দাশরথি রায়, নীলকণ্ঠ বিদ্যাপতি, চন্ডিদাস, জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চতুর্থ বর্ষ

ব্যবহারিক

ভীমপলশ্রী, জয়জয়ন্তী, বাহার, পটদীপ ও পূরবী রাগের ছোট খেয়াল এবং উপরোক্ত রাগের যে কোন ১টি বিলম্বিত খেয়াল। ১টি করে রাগপ্রধান, ভজন — ১, বাউল — ১, রজনীকান্ত — ১, অতুলপ্রসাদ — ১, ভাটিয়ালী — ১ ১টি গীত অথবা ১টি কীর্তন। আঞ্চলিক লোকগীতি ও ১টি গজল।

তাল ঃ ঝুমড়া, পাঞ্জাবী ও অদ্ধা।

শাস্ত্র

রাগ-রাগিনী পদ্ধতি। শ্রুতি স্বর বিভাজন, আর্বিভাব, তিরোভাব, গায়কের দোষগুণ।

উত্তর ভারতীয় পদ্ধতিতে ৩২টি ঠাঠের রচনা।

তানপুরা, খোল, পাখোয়াজ, আনন্দলহরী, একতারা, খঞ্জনী-এর পূর্ণ বর্ণনা।

জীবনী ঃ রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নবদ্বীপ ব্রজবাসী ও যদুভট্ট।

প্রবন্ধ ঃ শাস্ত্রীয় সংগীত ও ভাবসংগীত।

www.CharukalaMandir.org

পঞ্চম বর্ষ

(সংগীত বিশারদ)

ব্যবহারিক

তিলক কামোদ, শংকরা, মূলতানী ও মারোয়া রাগের ছোট খেয়াল। উপরোক্ত যে কোন রাগের ১টি বিলম্বিত খেয়াল এবং ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে ১টি করিয়া ধ্রুপদ।

উপরোক্ত যে কোন রাগের ১টি করে রাগপ্রধান বা ভজন। এছাড়া কাজরী — ১, হোরী — ১, পদাবলী কীর্তন — ১, রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলের গান ১টি। ১টি গীত ও ২টি আঞ্চলিক লোকসংগীত।

তানপুরা মিলানর বিশেষ ক্ষমতা। সুর শুনে রাগ চেনার ক্ষমতা।

পিলু, ভৈরবী, খাম্বাজ রাগে ১টি ঠুংরী।

দীপচন্দী, সুরফাঁকতাল, খেমটা ও লাউনী তাল প্রদর্শন।

শাস্ত্র

টপ্পা, ঠুংরী, তারানা, তিরবত, চতুরংগ, গীত ও গজলের বিস্তৃত বিবরণ।

আকারমাত্রিক, ভাতখন্ডে ও পালুসকর স্বর ও তাললিপি পদ্ধতির পারস্পারিক তুলনা। প্রদত্ত স্বরের সাহায্যে রাগ নির্ণয়।

গীতের অবয়ব ঃ টুসু, ভাদু, গম্ভীরা, ঝুমুর, জারি, সারি, চটকা, পদাবলী কীর্তন, বিহুগীত ও বনগীত।

পাখোয়াজ ও মন্দিরার অঙ্গ বর্ণনা ও ব্যবহার।

জীবনী ঃ অতুলপ্রসাদ, তানসেন, রাজা রামসিংহ তোমর ও স্বামী হরিদাস।

ষষ্ঠ বর্ষ

ব্যবহারিক

দেশী, গৌরসারং, কালিংড়া ও বসন্ত রাগে বিলম্বিত খেয়াল।

লয়কারী সহ ১টি ধ্রুপদ ও ১টি ধামার।

লয়কারী সহ ধামার, আড়ঠেকা, কাওয়ালী ও অদ্ধাতাল প্রদর্শন।

ভজন ৫টি (কবীর, মীরাবাঈ, সুরদাস ও নানক)।

রবীন্দ্র, নজরুল, অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্তের ২টি করে গান।

আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক লোকগীতি ২টি।

টপ্পাগান ও ঠুংরী — ১টি। সুর শুনে রাগ চেনার ক্ষমতা।

www.CharukalaMandir.org

শাস্ত্র

বাগ্যেয়কার, কলাবন্ত, জাতিগায়ন, রাগগায়ন, সমবেত সংগীত, ঠুংরী, চৈতী, টপ্পা, ঠাট ও রাগের বিস্তৃত বিবরণ।
প্রদত্ত স্বরের সাহয্যে রাগ নির্ণয়। স্বরলিপি লেখার অভ্যাস।
ভাবসংগীতে রসের প্রভাব। ভাবসংগীতে লোক সংগীতের অবদান।
মধ্যযুগে ভজন গানের ক্রমবিকাশ।
জীবনী ঃ আবদুল করিম খাঁ, শ্রীনিবাস ও নানক।
বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র অধ্যায়ন।

সপ্তম বর্ষ

(সংগীত আচার্য্য)

ব্যবহারিক

রামকেলী, ললিত, দরবারী কানাড়া, রাগেশ্রী ও পরজ রাগে ১টি করে বিলম্বিত খেয়াল ও রাগমিশ্রিত বাংলা গান।
বিগত বর্ষের তালগুলির বিভিন্ন লয়কারী প্রদর্শন।
ভজন — ৫টি (সুরদাস, ব্রহ্মানন্দ, মীরাবাঈ, কবীর ও যুগলপ্রিয়া)।
টপ্পা, ঠুংরী ও দাদরা ১টি করে (বাংলা অথবা হিন্দী)।
লয়কারী সহ বিগত সকল বর্ষের তালগুলির তাল প্রদর্শন।
তানপুরায় যে কোন গান দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন।
সুর শুনে রাগ চেনার ক্ষমতা।

শাস্ত্র

বিগত বর্ষের সমস্ত পরিভাষার জ্ঞান। ধ্রুপদ, ধামর, খেয়াল ও ভাবসংগীত ইত্যাদির স্বরলিপি লেখার অভ্যাস।
বিগত বর্ষের সমস্ত রাগগুলির শাস্ত্রীয় পরিচয় ও তুলনামূলক অধ্যয়ন।
প্রদত্ত স্বরের সাহায্যে রাগ নির্ণয়।
ভারতীয় সংগীতের ঠাট প্রকরণ প্রসঙ্গে ব্যাঙ্কটমুখ ও ভাতখন্ডের অবদান।
হিন্দুস্থানী সংগীতধারা ও বিষ্ণুপুর ঘরানার শাস্ত্রীয় সুর ও তাল প্রয়োগের তাৎপর্য্য সম্পর্কে তুলনামূলক জ্ঞান। বৃন্দগান রচনা ও পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য।
সুগম সংগীতে তাল ও সুরের মহাত্ম। ভাব প্রদর্শক গানে সুরকার ও গীতিকারের ভূমিকা।
বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র ও ব্যবহারিক বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইবে।

www.CharukalaMandir.org

বাংলার লোকসংগীত

প্রথম বর্ষ

ব্যবহারিক

৭টি শুদ্ধ ও ৫টি বিকৃত স্বরের জ্ঞান। ভূপালী ও ইমন রাগে দ্রুত খেয়াল অথবা বাংলা খেয়াল।

নিমোক্ত পর্যায়ে যে কোন ৫টি লোকসংগীত ঃ-

ঝুমুর ১টি, বাউল (পশ্চিমবঙ্গের) ১টি, সারি পূর্ববঙ্গের ১টি, চটকা ১টি, ভাটিয়ালী ১টি, বিচ্ছেদী ১টি, নৌকাবিলাস ১টি।

তাল ঃ ত্রিতাল, তেওড়া ঠায়লয়ে প্রদর্শন।

শাস্ত্র

আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির জ্ঞান। বাংলার লোকসংগীতের জ্ঞান এবং তাহার শ্রেণী বিভাগ ও বৈশিষ্ট্য। বাংলার লোকসংগীতের বৈচিত্রের কারণ। শাস্ত্রীয় সংগীত ও লোকসংগীত।

পরিভাষা ঃ সংগীত, স্বর, তাল, মাত্রা, লয়, স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ, শ্রুতি, স্বর, জাতি ঠাট, রাগ, পকড়, বিভাগ।

নিমোক্ত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ভাটিয়ালী, বাউল, ঝুমুর চটকা এবং ভাওয়াইয়া।

দ্বিতীয় বর্ষ

ব্যবহারিক

নিমোক্ত পর্যায়ে যে কোন ৬টি লোকগীতি ঃ-

গম্ভীরা ১টি, ভাদু ১টি, ধামাইল ১টি, লালন ফকিরের গান ১টি, টুসু ১টি, গোষ্ট সংগীত ১টি, কীর্তনাংগের ১টি, পূর্বরাগ ১টি।

কাফি ও খাম্বাজ রাগে ছোট খেয়াল অথবা বাংলা খেয়াল।

তাল ঃ লোফা, ত্রিতাল ও ঝাঁপতাল ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে প্রদর্শন।

শাস্ত্র

নিমোক্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিয়া উহার সম্পর্কে উদাহরণ সহ বিবরণ। ভাদু গান, টুসু গান, গম্ভীরা গান, কীর্তন ও ঝুমার গান। ধর্ম ও

www.CharukalaMandir.org

সংগীত ও লোকসংগীত। বাংলার লোকসংগীতে বৈচিত্র। আঞ্চলিক লোকসংগীত। সমাজ জীবনই লোকসংগীতগুলির ধারক ও বাহক। কর্মসংগীত, পটুয়ার গান এবং আলকাপ গান, জাওয়া গান বা জাওয়া পরবের গান। লোক নৃত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বাংলার কয়েকজন প্রখ্যাত প্রাচীন বিশিষ্ট লোককবি ও শিল্পীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। চন্ডীদাস গোঁসাই, এরফান শাহ, দুদঃশাহ, রশীদ, চন্ডী গোঁসাই, ফটিক গোঁসাই, রাধাশ্যাম।

তৃতীয় বর্ষ

(সিনিয়ার ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

নিমোক্ত পর্যায়ে যে কোন ৮টি লোকগীতি ঃ-

তালছাড়া ভাটিয়ালী ১টি, গৌড়গীতি ১টি, গাজন ১টি, লালনফকিরের গান ১টি, বাউল (পূর্ববঙ্গের) ১টি, ভাদু ১টি, জলভরা ১টি, ঘটুগান ১টি, আলকাপ ১টি, নিমাই সন্ন্যাস ১টি, নয়লা গান, নৈলাগান, বিবাহের গান, মঙ্গলগান, ফিকিরচাঁদের বাউল, মাগনের ছড়াগান। ভৈরব, ভৈরবী, মালকোষ রাগের ছোট খেয়াল বা বাংলা খেয়াল।

তাল ঃ সুর ফাঁকতাল, একতাল ঠায় ও দুই গুণ লয়ে প্রদর্শনী।

শাস্ত্র

লোকসংগীত ও শাস্ত্রীয় সংগীত, প্রেম সংগীত, বাংলার লোকসংগীতে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকসংগীতের ভাব, ভাষা ও সুরের সংমিশ্রণ, আঞ্চলিক সংগীত, লোক সংগীত নিরক্ষর জনসাধারণের শিক্ষা প্রসারের সহায়ক ও কুসংস্কার ও সরকারী অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রধান হাতিয়ার। লোকসংগীতের বিভাগ, লোকসংগীত ও বাঙ্গালীর সংগীত সাধনা, বাংলার লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্য, ব্যবহারিক সংগীত ও আনুষ্ঠানিক সংগীত।

টীকা ঃ দোতারা মাদল, চট্‌কা, গাজন, আলকাপ, ধামসা, মৃদঙ্গ, ঘুঙুর, ঢোল, অষ্টক গান, কুষাণ গান।

জীবনা ঃ হাউড়ে গোঁসাই, গোঁসাই গোপাল, ফকির পাঞ্জ শাহ।

www.CharukalaMandir.org

চতুর্থ বর্ষ

ব্যবহারিক

নিমোক্ত পর্যায়ে যে কোতন ১০টি লোকগীতি ঃ-
বিজয়ার গান ১টি, আগমীন ১টি, মুর্শীদা ১টি, জারী ১টি, ঝুমুর ১টি, গম্ভীরা ১টি, দেহতত্ব ১টি, ধানকাটার গান ১টি, বাউল গান ১টি, টুসু ১টি, মনঃশিক্ষা ১টি, মনসা মঙ্গল (রয়ালী) ১টি, ভাদু ১টি, ভাওয়াইয়া ১টি।
জৌনপুরী ও বাগেশ্রী রাগে খেয়াল অথবা বাংলা খেয়াল।
তাল ঃ চঞ্চপুট, দাসপ্যারী, রূপক, তিলুয়ার, ঝুমড়া ঠায় লয়ে প্রদর্শন।

শাস্ত্র

ব্যাগ গান, টুসু গান, ইতুপূজার গান, তর্জাগান, আলকাপ, উমাসংগীত, খেমটি, গাজনের গান, জারিগান।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছড়ার রাজত্বে ছেলে ভূলানো ছড়া স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে পায়চারী করেছেন — উদাহরণ সহযোগে আলোচনা।
বাংলার প্রাচীনতম লোকপূরাণ "মনসা মঙ্গল" উদাহরণ সহযোগে আলোচনা।
বাংলার লোক সংগীতে অ-সম্প্রদায়িক চরিত্র আলোচনা।
বাংলার লোকসংগীতে কলকাতা — আলোচনা করা।
গম্ভীরা গান ও বাংলার জনশিক্ষা।
একতারা, মন্দিরা, শিঙা ও টিকারার বিবরণ ও ব্যবহার। লোকসংগীতে মিউজিক, ছন্দ, তাল। **Improvisation** ও লোকসংগীত। লোকসংগীতে গ্রাম্যতা ও গায়কী, লোকসংগীতের অলিখিত নিয়ম, লোকসংগীতের সাঙ্গীতিকী, শাক্তপদাবলী রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত।
জীবনা ঃ পদ্মলোচন, যাদুবিন্দু, নরসিংদির বাউলগান।

www.CharukalaMandir.org

পঞ্চম বর্ষ

(সংগীত বিশারদ)

ব্যবহারিক

নিমোক্ত পর্যায়ে যে কোন ১৫টি লোকগীতি ঃ-

ঘটুগান ১টি, ছাদ পিটানোর গান, কৃষ্ণের ননীচুরী ১টি, ধামাইল ১টি, নিমাই সন্নাস ১টি পূর্ব্বরাগ ১টি, কবিগান ১টি, গাজীপীরের গান ১টি, গাড়িয়াল ১টি, দেশাত্মবোধক ১টি, আধ্যাত্মিক সংগীত ১টি, আগমনী ১টি, নয়লা ১টি, মালসা ১টি।

গগন হরকার একটি বিখ্যাত গানের অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে গানটি রচনা করিয়াছেন তাহার ব্যবহারিক প্রকাশ এবং ফিকির চাঁদের একটি বিখ্যাত গানের ব্যবহারিক প্রকাশ।

ভীমপলশ্রী ও দেশ রাগে ছোট খেয়াল অথবা বাংলা খেয়াল।

তাল ঃ গজঝম্প, আড়া চৌতাল এবং দোঠুকী ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে প্রদর্শন।

স্বরলিপি দেখিয়া গান গাওয়া অভ্যাস।

শাস্ত্র

বাংলার কয়েকটি অঞ্চলের প্রচলিত লোকগীতি ও লোকনৃত্য।

বাংলার লোকগীতির সুর বিচার, লোকসংগীত ও আন্তর্জাতিকতা এবং লোকসংগীতের ভবিষ্যৎ, কবীর, নানক ও লোকগীতি, বাংলার লোকসংগীতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সাধনা। গণনাট্য আন্দোলনে ও লোকসংগীত, লোকায়ত ঐতিহ্যই লোকসংগীতের মূলধারা। বাংলা লোকংগীতে সমসাময়িক জীবন ও প্রতিক্রিয়া। বাংলা লোক সাহিত্য চর্চায় বিদেশীয়দের গান। বাংলা লোক সাহিত্যে হাস্যরস। আসামের জাতীয় উৎসব বিহু এবং ইহার মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ। এযুগের সংগীত শাস্ত্র ও লোকসংগীত। লোকসংগীতে শ্রেণী সমাজের সংঘাত। লোকসংগীত ও রবীন্দ্রনাথ। বাংলার বহুল প্রচলিত লোকগীতি ব্যতীত আঞ্চলিক অপরাপর অপ্রচলিত ও লুপ্তপ্রায় (প্রাচীন সুরে) লোকগীতি, লোকনাট্য এবং লোকযন্ত্র বিষয়ে অন্ততপক্ষে ১৫ প্রকার লোকগীতি বিষয়ে জ্ঞান ও ব্যবহারিক প্রকাশ।

জীবনা ঃ লালন ফকির, পাগলা কানাই, ফিকির চাঁদ, দশরথ রায়।

---

www.CharukalaMandir.org

পদাবলী কীর্তন

প্রথম বর্ষ

ব্যবহারিক

কীর্তন করিতে বসাকালীন নিয়ম পালন। শুদ্ধ সরগম শিক্ষা। ১২টি স্বরের জ্ঞান লাভ। তিন গ্রামে কণ্ঠ পরিচালনা করার ক্ষমতা অর্জন। গুর্বাদি বন্দনা (চরিতামৃত অনুযায়ী অথবা কোন প্রামান্য গ্রন্থ অনুযায়ী), বন্দনার সহিত সুর যোজনার চেষ্টা, সংস্কৃত শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ (ন্যুনতম চার পংক্তি) কীর্তনের আলাপ শিক্ষা। লোফা তালে এবং ছোট দোঠুকি তালের মাধ্যমে পদাবলী কীর্তনের প্রচলিত সুরে শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ খন্ড হইতে পদকর্তা দ্বিজ ভীমের ভনিতা সমেত, "কী রূপ দেখিনু ..... পরাণ রয়" পদটি সম্পূর্ণ মোটামুটি আখর সমেত ও সাধ্যানুযায়ী পদের পূর্বাভাষ বিস্তার সমেত পদাদি গাহিতে পারা।

রাগ ঃ ভূপালী, বিলাবল।

শাস্ত্র

মাত্রা, কাল, ফাঁক, সম এবং তালের ভাগ সমূহ বিশেষ ভাবে জানা। লোফা ও ছোট দোঠুকি তালের ছক্ অঙ্কণ করা। হাতের ঈঙ্গিতে তালের গতি মাত্রা সমেত প্রদর্শন। মহাপ্রভুর জীবনী প্রথম অধ্যায় সম্বন্ধে জ্ঞান (চরিতামৃত অনুযায়ী মোটামুটি)।

দ্বিতীয় বর্ষ

(জুনিয়ার ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

ভূপালী ও দেশ রাগ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা ও সরগম মাধ্যমে আরোহণ ও অবরোহণ করা।

শ্রীরাধিকার রূপানুরাগ খন্ড হইতে পদকর্তা জ্ঞানদাসের ভনিতা সমেত সম্পূর্ণ পদ ছোট দাসপহির তালে মোটামুটি আখর সমেত শিক্ষা (ন্যুনতম চারখানা পদ)।

পদের পূর্বে বা মধ্যে সাধ্যানুযায়ী দু-চার কথা বলার চেষ্টা করা।

পদ ঃ- "দেখে এলাম তারে সহ ..... শ্যামের লেহ"। (জ্ঞানদাস)

www.CharukalaMandir.org

"একাকৃষ্ণ ..... কদম্বের ডালে"।
তাল ঃ ছোট দশকুশী, মোটামুটি আখর সমেত। প্রথম হইতে "জলেতে মিশায়" পর্যন্ত ছোট দশকুশী, পরবর্তী পদ সমূহ লোফা তালে তাল ফেরতা করা। সাধ্যানুযায়ী পদের প্রথমে বা মধ্যে পদের ভাব অনুযায়ী কথা বলার চেষ্টা। কুঞ্জভঙ্গ খন্ড হইতে 'রাই জাগো রাই জাগো বলে' পদটি সম্পূর্ণ প্রভাতী সুরে গাওয়া।
রাগ ঃ ইমন, ভৈরবী।

শাস্ত্র

পদ ও আখরের মধ্যে পার্থক্য জ্ঞান। তালকে বিলম্বিত ও দ্রুত গতিতে হাতের ইংগিত দ্বারা প্রদর্শন। ছোট দশকুশী ও ছোট দাসপহির তালের ছক আঁকিয়া দেখান। তালের কাটান বা দুনি সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা।
শ্রী শ্রী মহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে আদিখন্ড ভালভাবে জানা। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও উল্লেখযোগ্য ভক্তবৃন্দের পরিচয় সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ।

তৃতীয় বর্ষ

(সিনিয়র ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

ভীমপরশ্রী ও ভৈরবী রাগের সরগম সম্পন্ধে ধারণা। তিন গ্রামে আরোহণ ও অবরোহণ।
ছোট দাসপহির তালে সন্ধারতি কীর্তন ঃ ভালি গোরাচাঁদের — প্রকাশ" ঃ পদকর্তা — বীর বল্লভ দাস।
চঞ্চুপুট, ঝাতি বা লোফা তালে "প্রার্থনা-কীর্তন" ঃ— শ্রীহরয়ে নমঃ কৃষ্ণ নরোত্তম দাস। পদকর্তা ঃ— নরোত্তম দাস।
প্রামান্য মহাজনের যে কোন বিষয়ক পদ হইতে মধ্যম দশকুশী তালে কাটান সমেত দুই পংকি কীর্তন। প্রমান্য মহাজনের পদ হইতে (যে কোন বিষয়) তেওট তালে কাটান সমেত দুই পংতি কীর্তন। প্রামান্য মহাজনের যে কোন বিষয়ক পদ হইতে ঝাঁপতালে আখর সমেত আট পংতি কীর্তন।
রাগ ঃ বেহাগ, ভৈরবী, আশাবরী।

www.CharukalaMandir.org

শাস্ত্র

মধ্যম দশকুশী, তেওট ও ঝাঁপতাল সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন। তালের ছক আঁকিয়া দেখান। হাতের ইঙ্গিতের সাহায্যে গতি প্রদর্শন।
লোফা, ছোট দশকুশী, ছোট দাসপহির, ছোট দোঠুকি, মধ্যম দশকুশী, ঝাতি, ঝাঁপ ও তেওট তালের বাণী বা বোল মুখস্থ করা।
বোল অনুযায়ী হাতের ইঙ্গিতে প্রদর্শন।
শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, দেবকী, নন্দ, যশোদা, বলরাম, সুবসাদি সখা, অক্রুর, কংস, রোহিনী প্রভৃতির সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ এবং কৃষ্ণের জন্ম বৃত্তান্ত হইতে কংস বধ পর্য্যন্ত যে মোটামুটি ধারণা অর্জন করা।

চতুর্থ বর্ষ

ব্যবহারিক

তানপুরা বাঁধিতে শেখা। তানপুরার সাহায্যে ধানশ্রী, মারুবেহাগ, গৌরী রাগ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা ও স্বর পরিচালনা করা।
ভাগবৎ প্রারম্ভে পঞ্চতত্ত্ব কীর্তন।
যে কোন পালার শ্রীগৌর চন্দ্রের একখানা পদ (প্রামান্য মহাজনের সম্পূর্ণ পদ আখর সমেত নিমোক্ত তাল সমূহ) ঃ—
সোম, মধ্যম দশকুশী, ঝাতি একতালি, লোভা জামালী।
প্রামান্য মহাজনের পদ হইতে কাটান সমেত নিমোক্ত তাল সমূহে কীর্তন করা এবং তৎসহ আখরা যোজরা করা ঃ—
বড় দোঠুকী, ধরা, বিরাম, একতালি।
রাগ ঃ বাগেশ্রী, জৌনপুরী।

শাস্ত্র

সোম, ধরা বিরাম ও একতালি তালের ছক আঁকা। হাতের সাহায্যে প্রদর্শন।
রাধা কৃষ্ণ এবং অষ্ট সখি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান।

পঞ্চম বর্ষ

(সংগীত বিশারদ)

ব্যবহারিক

বিভাস, ললিত, মল্লার রাগ সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন। গৌরচন্দ্র সমেত

www.CharukalaMandir.org

যে কোন একটি পালা (অল্প বিস্তার সমেত)। পূর্ববর্তী সমস্ত তালে আখর সমেত গাহিতে পারা। বিভিন্ন পদকর্তার নূন্যতম সাতখানা পদ সহ নরোত্তম দাসের প্রার্থনা।

শাস্ত্র

বিদ্যাপতি, চন্ডিদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্তার একই বিষয় অবলম্বনে বিভিন্ন পদ রচনা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারনা। সাধ্যানুসারে কবিগণের জীবনী জানা।

রস শাস্ত্র সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন। শ্রীধাম, নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, মথুরা, যাবট, দ্বাদশ, কানন, যমুনা, যোগমায়া, চিৎশক্তি, বড়াই, সুবল সখা, চন্দ্রাবলী, শ্রীকৃষ্ণের দুতি, কালিয়া নাগ, গিরি গোবর্দ্ধন ও কৃষ্ণের হাতের বংশী, মুরলী এবং রেণু সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন।

রাগ ঃ মালকোষ, বসন্ত।

ষষ্ঠ বর্ষ

ব্যবহারিক

পুরবী, পুরিয়া, সিন্ধু ও কেদার রাগে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন। গৌরচন্দ্র সমেত ছোট আকারে যে কোন দুটি পালা (নুন্যতম আটখান্য পদ)। পালার অন্তর্গত যে কোন দুখানি পদ মাধ্যমে পদের অন্তর্নিহিত রস ও ভাষা ভাবের মাধ্যমে সাধ্যানুসারে বিকাশের চেষ্টা, অনড়, বিষম, পঞ্চম, শশিশেখর, গঞ্জন, দোজ, বীর বিক্রম, খামসা, রূপক, তেলটি, একতাল প্রভৃতি তালে যে কোন এক বা দুই পতি কীর্তন গান শিক্ষা।

শাস্ত্র

উপরোক্ত তালগুলির ছক্ আঁকা, হাতের ইংগিত দ্বারা গতি প্রদর্শন। নাম অপরাধ এবং রসাভাব সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান।

সপ্তম বর্ষ

(সংগীত আচার্য্য)

ব্যবহারিক

খাম্বাজ, ইমন, টোড়ী, ভৈরব, ছায়ানট প্রভৃতির রাগ সম্বন্ধে জ্ঞান।

মহাপ্রভু প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান। চরিতামৃত এবং উজ্জ্বল

www.CharukalaMandir.org

নীলমণি গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা।
গৌর বিষয়ক ও বিভিন্ন ভক্তিমূলক কীর্তন বা প্রার্থনা কীর্তনের অভ্যাস।
পূর্বরাগ, গোষ্ঠ দান, নৌকা, মান, সুবল মিলন, মাথুর প্রভৃতি লীলা সম্বন্ধে ধারণা এবং গাইতে পারা।
নর্তক রাসের পদ সমূহ (নৃত্য মাধ্যমে) কীর্তন করা এবং অষ্টতালে কীর্তন শিক্ষা।

শাস্ত্র

চরিতামতে বর্ণিত "রাধাকৃষ্ণ প্রণয়োঃ বিকৃতি — নমি কৃষ্ণ স্বরূপম" শ্লোকটি ব্যাখ্যা এ রামানন্দ সংবাদের সম্পূর্ণ অংশ অবগত হওয়া।
শ্রী শ্রীমহাপ্রভুর মধ্য এবং অন্তঃলীলা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা অর্জন করা।
কীর্তন অঙ্গে বর্ণিত তাল সমূহ হইতে সহজ সাধ্য তাল সমূহ মৃদঙ্গ বা খোলে বাদন শিক্ষা।
বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র ও ব্যবহারিক বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইবে।

তবলা ও পাখোয়াজ

প্রাথমিক বর্ষ

এই বর্ষের শাস্ত্র পরীক্ষা মৌখিক হইবে

ব্যবহারিক

তবলা ও পাখোয়াজের বর্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান।
দাদরা, কাহারবা ও ত্রিতাল — হাতের তালির সাহায্যে ও আঙ্গুলের কড়ে গোনা, ঠায় লয়ে দেখান এবং তবলায় পরিবেশন।
ত্রিতালে ১টি কায়দা, ১টি পালটা, ১টি তেহাই।
পাখোয়াজ ঃ চৌতালের ঠেকা। চৌতালে ১টি কায়দা ও টুকরা, পাল্টা ১টি তেহাই ও ১টি টুকরা।

শাস্ত্র

সম, তালি, খালি, ঠায়, ঠেকা, মাত্রা, তাল, কায়দা, টুকরা, পালটা, তেহাই। তাল পরিচিতি।

www.CharukalaMandir.org

প্রথম বর্ষ

ব্যবহারিক

গতবর্ষের ব্যবহারিক ও শাস্ত্রের অনুশীলন।
ত্রিতালে ২টি কায়দা, ২টি পাল্টা, ২টি তেহাই, ২টি টুকরা ও ১টি মুখড়া। একতাল ঠেকাকে বাজান। দাদরা কাহারবা তালের প্রকার।
পাখোয়াজ ঃ চৌতালে ২টি কায়দা ২টি পাল্টা, ২টি তেহাই, ২টি টুকরা, ১টি মুখড়া ও ১টি পরণ।
প্রত্যেকটি তালের ঠেকাকে তবলায় বা পাখোয়াজে এবং হাতের ইংগিতে ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে প্রদর্শন।

শাস্ত্র

কায়দা, পালটা, তেহাই, টুকরা, মুখড়া এবং তালের ঠেকাকে মাত্রা, বিভাগ, সম, তালি, খালি সহ ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে তাললিপিতে লিখন। ভাতখন্ডে তালপিলি পদ্ধতি। ত্রিতাল, একতাল, ঠায়, দ্বিগুণ লয়ে লেখা। লয় (বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত), উঠান, তাল, বিভাগ, দ্বিগুণ, বোল, মুখড়া, মোহড়া, আবর্তন। তবলা ও পাখোয়াজের অঙ্গ বর্ণনা।
জীবনী ঃ মজীদ খাঁ, হীরু গাঙ্গুলী ও দুর্লভ ভট্টাচার্য্য।

দ্বিতীয় বর্ষ

(জুনিয়ার ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

গত বর্ষের ব্যবহারিক ও শাস্ত্রের অনুশীলন।
ত্রিতাল উঠান, পেশকার, পালটা সহ ২টি কঠিন কায়দা, ২টি কঠিন টুকরা ও ১টি মোহরা। একতালে ১টি কায়দা, ১টি পালটা, ১টি টুকরা, পেশকার উঠান ও ১টি মুখড়া। ঝাঁপতাল, একতাল, ত্রিতাল, দাদরা কাহারবা তালের ঠেকা হাতের ইংগিতে ঠায়, দ্বিগুণ লয়ে বলা ও তবলায় উপস্থাপন। ত্রিতাল, একতাল, দাদরা ও কাহারবা তালের ঠেকার প্রকার।
পাখোয়াজ ঃ সুরফাঁকতাল ও চৌতালে উঠান ২টি পরণ, ২টি টুকরা, ১টি রেলা, ২টি কঠিন কায়দা। পালটা সহ ১টি মুখড়া, ১টি মোহরা ও ২টি তেহাই। ঝাঁপতাল, চৌতাল ও সুরফাঁকতাল এর ঠেকাকে ঠায়, দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে হাতের ইংগিতে ও তবলায় প্রদর্শন।

www.CharukalaMandir.org

শাস্ত্র

গত বর্ষের এবং বর্তমান বর্ষের তালিকাগুলির ঠেকা, ঠায় দ্বিগুণ, ও চৌগুণ লয়ে তাললিপিতে লেখা।

পেশকার, রেলা, ত্রিগুণ, চৌগুণ, পরণ, কাল, মার্গ, ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি (তিস্র, চতস্র, খন্ড, সংকীর্ণ, মিশ্র), ছন্দ, দমদার, তেহাই, বেদমার তেহাই।

বিষ্ণু দিগম্বর ও ভাতখন্ডে তাললিপির তুলনাত্মক অধ্যয়ন।

জীবনী ঃ সতীশচন্দ্র দত্ত (দানিবাবু), অবনী গাঙ্গুলী, আহমেদ জান থেরেকুয়া ও আল্লারাখা।

তৃতীয় বর্ষ

(সিনিয়ার ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

বিগত বর্ষের ব্যবহারিক ও শাস্ত্রের অনুশীলন।

তবলা সুরে মিলান।

ত্রিতালে এবং ঝাঁপতালে লহরা বাজান। ত্রিতাল ঝাঁপতাল ও একতালে — কায়দা, পাল্টা তেহাই, মুখড়া, মোহরা, রেলা, পরণ, চক্রদার ও সরল গৎ। দাদরা ও কাহারবা তালের লগ্গী ও লড়ী। আড়াচৌতাল, ধামার, অদ্ধা, যৎ ও রূপক তালের ঠেকা ঠায় লয়ে বলা ও তবলায় প্রদর্শন।

পাখোয়াজ ঃ চৌতাল, আড়চৌতাল ও ধামার তালের ক্ষেত্রে পূর্ব পৃষ্ঠার উল্লেখিত বিষয়গুলি প্রযোজ্য হইবে।

শাস্ত্র

প্রাথমিক হইতে তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত সমস্ত তালের ঠেকা, ঠায় দ্বিগুণ, ত্রিগুণ ও চৌগুণ লয়ে হাতের ইংগিতে বলা ও তাললিপিতে লেখা। আড়, বাট, লহরা, কলা, যতি, প্রস্তার, তবলা ও পাখোয়াজের অঙ্গ বর্ণনা, পাখোয়াজে আঠার উদ্দেশ্য, তবলা ও পাখোয়াজের বিস্তৃত ইতিহাস ও তুলনাত্মক অধ্যয়ন, সমপ্রকৃতির তালের তুলনা এবং তবলার দশবর্ণ।

তবলা ও পাখোয়াজ বাদকের দোষগুণ।

জীবনী ঃ আনাখেলাল মিশ্র, বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকর ও জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ।

www.CharukalaMandir.org

চতুর্থ বর্ষ

ব্যবহারিক

বিগত বর্ষের যাবতীয় ব্যবহারিক ও শাস্ত্রের অনুশীলন।

ত্রিতাল, ঝাঁপতাল ও একতাল সুন্দর সুন্দর ঠেকার প্রকার, মুখরা মোহরা, উঠান, রেলা, পেশকার, দমদার ও বেদমদার তেহাই, চক্রদার, কায়দা, পাল্টা, দমদার ও বেদমদার টুকরা ইত্যাদি এবং উক্ত তালগুলির লহরা বাজান এবং উহাদের ঠায়, দ্বিগুণ ত্রিগুণ, চৌগুণ, আড় ও কূয়াড় লয়ে প্রদর্শন। পূর্ববর্তী বর্ষের তালগুলির কিছু ফরমাইসী কমালী, চক্রদার টুকরা বিভিন্ন প্রকারের লোম বিলোম।

ধামার, ঝুমরা, তেওড়া ও রূপক তালে কায়দা, পাল্টা মুখড়া পরণ টুকরা ও রেলা। (ঠায় লয়ে ও দ্বিগুণ লয়ে) শিখর ও দীপচন্দী তালের ঠেকা হাতের ইংগিতে বলা ও তবলায় প্রদর্শন।

গীত ও গৎ-এর সহিত বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়ে সঙ্গত। **Solo** বাদন কি?

শাস্ত্র

বিগত বর্ষের যাবতীয় তালের ঠেকা, কায়দা পালটা, পরণ টুকরা, ঠায়, দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চৌগুণ, আড় ও কুয়ার লয়ে তাললিপিতে লেখা। অতীত, অনাগত, তালের দশপ্রাণ ও ভারতীয় সংগীতে উহার মাহাত্ম্য। কর্ণাটক তাল পদ্ধতি অধ্যয়ন, তবলার বিভিন্ন ঘরাণা। লগ্‌গী, লড়ী সাথ সংগত, কূয়াড়, বিয়াড়, বিসর্জিতম, লয়কারী ও বিভিন্ন মাত্রা হইতে, তেহাই, তৈয়ারী, নবহক্কা, জবাবী, পরণ, ফরমাইসী (কমালী পরণ) দুপল্লী, চৌপল্লী, ঘনবাদ্য গৎ কায়দা, রৌ, একহাতি, বোল, কায়দা ও পেশকার।

বিভিন্ন ঘন বাদ্যের ইতিহাস, তবলা ও পাখোয়াজের উৎপত্তি।

জীবনী ঃ কেরামতউল্লা খাঁ, নগেন মুখোপাধ্যায়, কেশব বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলী (নাটুবাবু)।

পঞ্চম বর্ষ

(সংগীত বিশারদ)

ব্যবহারিক

বিগত বর্ষগুলির যাবতীয় ব্যবহারিক ও শাস্ত্রের অনুশীলন।

ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, একতাল, চৌতাল, আড়াচৌতাল, রূপক ও ধামার তালে

www.CharukalaMandir.org

বিশেষ দক্ষতার সহিত শোলো, স্বতন্ত্রবাদনে ঠেকার প্রকার, কায়দা পাল্টা, পেশকার, উঠান, টুকরা, মুখড়া, মুখড়া গৎ রেলা পরণ, দমদার ও বেদমদার তেহাই, অতীত অনাগত চক্রদার ফরমাইসী ও কমালী পরণ, লোমবিলোম, নবহক্কা দুপল্লী, ত্রিপল্লী চৌপল্লী ইত্যাদি প্রয়োজন।

পঞ্চম সোয়ারী তালের ঠেকা, বিস্তার কায়দা, পাল্টা পরণ ইত্যাদি ঠায় লয়ে বাজান ও তালির সাহায্যে বলার অভ্যাস।

তালির সাহায্যে ও তবলা বাদন দ্বারা আড়, কুয়াড়, বিয়াড় ইত্যাদি লয়ে বোল, পরণ ইত্যাদির উপস্থাপন।

অন্যান্য বিলম্বিত তাল ঃ ঝাঁপতাল, একতাল, ঝুমড়া ও ত্রিতাল।

শাস্ত্র

বিগত বর্ষগুলির সমস্ত পরিভাষাগুলির পঠন।

লয় ও লয়কারীর পার্থক্য, তবলা ও পাখোয়াজের বাদন ভঙ্গীর পার্থক্য।

হিন্দুস্থানী, কর্ণাটক ও পালুসকর তাল পদ্ধতির তুলনা।

তালের তুলনাত্মক অধ্যায়ন, তাললিপিতে বিভিন্ন লয়কারী লিখন।

তাললিপির সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।

স্বর ও তালের সম্বন্ধ। রসসিদ্ধি ও ভাবব্যক্তিতে তালের সহায়তা।

তবলা বাদন শৈলী এবং বিভিন্ন ঘরাণার প্রভেদ সম্বন্ধে সবিশেষ বিশ্লেষণ।

সোলা ও সংগতের সিদ্ধান্ত ও বিধি।

তাললিপির ক্ষেত্রে ভাতখন্ডে ও বিষ্ণু দিগম্বর তাললিপি পদ্ধতির উপযোগিতা ও তুলনামূলক আলোচনা।

জীবনী ঃ আবিদ হোসেন, প্রসন্নকুমার বণিক ও মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ষষ্ঠ বর্ষ

ব্যবহারিক

ঝাঁপতাল, সুরফাঁকতাল, একতাল, চৌতাল, আড়াচৌতাল, পঞ্চম সওয়ারী, শিখর, মত্ত, রূপক, তেওড়া, আদ্ধা, পস্তো, ব্রহ্ম, মধ্যমান, (তবলা ও পাখোয়াজের ক্ষেত্রে যেকটি প্রযোজ্য) তালের ঠেকা নিমোক্ত বিষয়গুলি সহ আড়লয়েও প্রদর্শন ঃ- কায়দা, রেলা, পেশকার, পাল্টা, বাট, টুকরা, মোহরা, মুখড়া, গৎ পরণ, উঠান, দমদার বেদমদার তেহাই, চক্করদার, ফরমাইসী ও কমালী পরণ, জবাবীপরণ, অতীত-অনাঘাত, লোম বিলোম, দুপল্লী, ত্রিপল্লী ইত্যাদি।

সহায়ক পুস্তক তালিকা

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জন্য

ভাতখন্ডে ক্রমিক পুস্তক মালিকা (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খন্ড)

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস	—	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
মগন গীত	—	চিন্ময় লাহিড়ী
সঙ্গীত তত্ব	—	দেবব্রত দত্ত

রবীন্দ্রসঙ্গীত

রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপি	—	স্বর বিতান দ্রষ্টব্য
সঙ্গীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান	—	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সঙ্গীত তত্ব	—	দেবব্রত দত্ত

নজরুল গীতি

নজরুলগীতি অন্বেষা	—	কল্পতরু সেনগুপ্ত
সঙ্গীত তত্ব	—	দেবব্রত দত্ত

ভাবসংগীত (সুগম)

শাক্ত পদাবলী	—	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
সঙ্গীত পরিক্রমা	—	নারায়ণ চৌধুরী

লোকসঙ্গীত

লোকসঙ্গীত সমীক্ষা	—	হেমাঙ্গ বিশ্বাস
বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর	—	ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য

তবলা

তবলার ব্যাকরণ	—	প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

নৃত্যের জন্য

কত্থক নৃত্য	—	প্রহ্লাদ দাস
নৃত্য ভারত	—	ডঃ মঞ্জুলিকা রায়চৌধুরী

চিত্রকলা

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী	—	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শিল্প ও শিল্পী	—	কৃষ্ণলাল দাস
চিত্রকলা	—	চন্দ্রিমা দাশগুপ্ত, অরবিন্দ ঘোষ

www.CharukalaMandir.org

কায়দা, টুকড়া, মোহড়া, মুখড়া পরণ তেহাই ইত্যাদি তৈয়ারী করা। সকল প্রকার সংগতে পারদর্শী। বিভিন্ন মাত্রা হইতে তেহাই প্রদর্শন।

শাস্ত্র

ভারতীয় সংগীতের (তবলা ও পাখোয়াজ) ইতিহাস। কর্ণাটক ও হিন্দুস্থানী তাল-পদ্ধতির তুলনা। আকার মাত্রিক ও পাশ্চাত্য তাললিপি পদ্ধতিতে তাল লিখন। পাশ্চাত্য সংগীতে অনবদ্য বাদ্যের স্থান। তবলা ও পাখোয়াজের নির্মাণ প্রণালী ও উহাদের বিভিন্ন অংগের জ্ঞান।
জীবনী ঃ কণ্ঠে মহারাজ, আহমেদজান থেরেকুয়া ও পন্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখন্ডে।

সপ্তম বর্ষ

(সংগীত আচার্য্য)

ব্যবহারিক

ঝুমড়া, সওয়াড়ী (১৬ মাত্রা), তিলওয়াড়া, পাঞ্জাবী দীবাচন্দী ধুমালী, ধামার, গজঝম্প, লক্ষ্মী, পস্তো, আদ্ধা (তবলা ও পাখোয়াজের ক্ষেত্রে যেকটি প্রযোজ্য) তালের ঠেকাগুলি কুয়াড়লয় সহ ৬ষ্ঠ বর্ষের ন্যায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রদর্শন।

শাস্ত্র

লয় ও লয়কারীর পার্থক্য। স্বর ও তালের সম্বন্ধ। ভারতীয় ধনবাদ্যর বর্গীকরণ। সয়ম্ভূ (সহায়ক নাদ) স্বরের সহিত ণাদের জাতির সম্বন্ধ। বিভিন্ন লয়কারীতে তালের ঠেকা ও বিস্তার। আকারমাত্রিক পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লিখন।
জীবনী ঃ রাম সহায় ও নথ্ থু খাঁ সাহেব।

---

www.CharukalaMandir.org

নবম সংস্করণ পাঠ্যসূচী ১লা এপ্রিল, ২০১৪ সাল হইতে প্রযোজ্য

চিত্রকলা

মূল্য - একশ টাকা

সর্বভারতীয় চারুকলা মন্দিরের পক্ষে কর্মসচিব কর্তৃক প্রকাশিত।
রেজিঃ হেড অফিস - ৫বি/৩, বিপিন মিত্র লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪
দূরভাষ - ০৩৩ ২৫৫৫ ০০৪৯ মোবাইল - ৯৮৩১১৪৩৭৯২